مختصر

العقيدة الإسلامية

من الكتاب و السنة الصحيحة

কুরআন ও স্বহীহ্ হাদীসের আলোকে

সংক্ষিপ্ত

ইসলামী ‘আক্বীদাহ্

মূল (আরবী): শায়খ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনূ

ভাষান্তর: আব্দুল মাতীন সালাফী

পরিমার্জন ও সংযোজন: মোঃ তাজাম্মুল হক সালাফী

প্রকাশনায় :-

জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস পশ্চিমবঙ্গ

শাখা: ভগবানগোলা ব্লক ১ ও ২

ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, 742135

-: সূচিপত্র :-

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	মুখবন্ধ	৩
২.	ভূমিকা	৪
৩.	সংকলকের ভূমিকা	৫
৪.	‘আক্বীদার অর্থ	৬
৫.	ইসলামের আরকান	৭
৬.	ঈমানের আরকান	৭
৭.	বান্দাদের উপর আল্লাহর হক্ব	৮
৮.	তাওহীদের প্রকরণ ও তার কল্যাণসমূহ	১১
৯.	‘আমল কবুল হওয়ার শর্তাবলী	১৮
১০.	শির্কে আকবার বা বড়ো শির্ক	১৯
১১.	শির্কে আকবারের প্রকরণ	২৪
১২.	শির্কে আসগার বা লঘু শির্ক	৪৫
১৩.	ওয়াসীলা এবং শাফা‘আত কামনা	৪৭
১৪.	জিহাদ, পারস্পরিক সৌহার্দ-সহযোগিতা এবং বিচার ফায়সালা	৫৩
১৫.	কুরআন ও হাদীসের উপর ‘আমল	৫৬
১৬.	সুন্নাত ও বিদ‘আত	৬০
১৭.	আমীরের আনুগত্য	৬৩
১৮.	দু‘আয়ে মুস্তাজাব	৬৪

মুখবন্ধ

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আস-সলাতু ওয়াস-সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালীন। আম্মা বা'দ।

কালব বা হৃদয় মানব দেহের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং এটিই মানুষের প্রধান চালিকা শক্তি। আল্লাহর রসূল স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : প্রতিটি মানব দেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে। সেটি সুস্থ থাকলে সমস্ত শরীর সুস্থ আর সেটি অসুস্থ হলে সারা দেহ অসুস্থ। সেই মাংসপিণ্ডটি হল হৃদয় (বুখারী-৫২)। আক্বীদা বা দৃঢ় বিশ্বাস লালিত, প্রতিপালিত ও পরিচর্যাতি হয় হৃদয়ের মধ্যে। বিধায় হৃদয়ের বিশ্বাস ও ভাবনা সুন্দর, সঠিক ও সুস্থ হলে তার প্রতিফলন মানুষের কার্যাবলীর উপর পড়ে। ব্যক্তির হৃদয় যদি সঠিক ইসলামী আক্বীদা বা বিশ্বাস প্রতিপালন করে এবং ইবাদতের মাধ্যমে সেই বিশ্বাসের অনুশীলন ও পরিচর্যা করা হয়, তাহলে নিশ্চয় সেই হৃদয় হল সুস্থ ও সুন্দর এবং সেই ব্যক্তিই হল প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার ও আল্লাহভীরু। মুদ্দাকথা আক্বীদা হল ইবাদতের ভিত্তি। আক্বীদা শুদ্ধ তো ইবাদত শুদ্ধ। আক্বীদা অশুদ্ধ তো ইবাদত অশুদ্ধ। সুতরাং স্বলাত, সিয়াম, হাজ্জ ও যাকাত ও যাবতীয় ইবাদতকে বিশুদ্ধ করার জন্য এবং আখেরাতে ইবাদতকে বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য সঠিক ইসলামী আক্বীদার জ্ঞানার্জন করা অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়। এ জন্যই সালাফগণ তাদের সন্তানদের কুরআন মুখস্ত করার পূর্বে আক্বীদা শেখাতেন। কারণ কুরআন ও হাদীস মুখস্ত করলেই আক্বীদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার যায় না। এ জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ আক্বীদার বই পত্র পড়াশোনা করা এবং বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে এ বিষয়ে দারস শ্রবণ করা। বিশেষ ভাবে শিশু মনে আক্বীদার পরিচর্চা করা অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি বিষয়। স্মরণীয় যে, আখেরাতে আমলের ত্রুটি মার্জনীয় কিন্তু আক্বীদের ত্রুটি আমার্জনীয়। কিয়ামতের দিন আক্বীদার বিশুদ্ধতাই হল সফলতা অর্জনের চাবিকাঠি। তিনি স্বাল্লাল্লাহু আলাইহিত ওয়া সাল্লাম বলেন : আল্লাহ তাআলা মানুষের মুখমণ্ডল ও সম্পদ দেখবেন না বরং তিনি মানুষের হৃদয় ও আমল দেখবেন (ইবনু মাজাহ : ৪১৪৩)।

আলহামদুলিল্লাহ আমি সম্পূর্ণ বইটি পড়েছি। মা শা আল্লাহ এই বইটি আক্বীদা শেখার খুবই ভালো একটি বই। আমি পাঠকের সুবিধার্থে বইটিতে উল্লেখিত হাদীসগুলির নাম্বার সংযোজন করেছি, কোনো কোনো জায়গায় সামান্য ভাষাগত পরিমার্জন করেছি এবং নূতন ভাবে আক্বীদা সম্পর্কিত আরো ১৯টি প্রশ্ন সংযোজন করেছি। প্রকাশ থাকে যে, সংযোজিত প্রশ্নগুলিকে ইটালিক ফন্টে লেখা হয়েছে যেন পাঠক মূল বই ও সংযোজিত অংশগুলিকে সহজেই পার্থক্য করতে পারেন।

হে আল্লাহ! তুমি লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকের জন্য বইটিকে সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করো এবং আমার যৎসামান্য খিদমতকে আখেরাতের পাথেয় করো, আমীন।

পরিমার্জক ও সংযোজক

মোঃ তাজাম্মুল হক সালাফী

৩০.১১.২০২৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা :

মুসলমানের ঈমান ও আমল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তখনই কবুল হবে যখন তা আল্লাহ্ তা'আলার কালাম আল্ কুরআন এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি- রসূলুল্লাহ্ (স্বঃ) এর সুন্নতে স্বহীহার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। নানা কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপী অপপ্রভাবে মুসলমানদের 'আক্বীদাহ্' এবং তৎসহ আমলে নানারূপ বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্' বহু মুসলমানকে স্বিরাতে মুস্তাকীম থেকে দূরে সরিয়ে পারলৌকিক জীবনে তাদেরকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

মানুষের মুক্তি লাভের প্রথম ও প্রধান উপায় হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব আল্ কুরআন এবং রসূলুল্লাহ্ (স্বঃ) এর স্বহীহ্ হাদীস তথা সুন্নতে স্বহীহাহ্‌কে সামনে রেখে 'আক্বীদাহ্' ও 'আমলকে শুদ্ধ করে নেওয়া।

এই বিষয়ে সাধারণ পাঠকগণকে সাহায্য করার জন্য শায়খ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনূ আরবী ভাষায় একখানা ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান পুস্তিকা সংকলন করেছেন। কুয়েতের "জমঈয়াতু এহ্য়ায়িত তুরাসিল ইসলামী" কর্তৃক পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের উপকারার্থে আমাদের একান্ত স্নেহভাজন আশশায়খ আব্দুল মাতীন আস্সালাফী উক্ত পুস্তিকা খানা সরল বাংলায় অনুবাদ করেছেন। আমার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক আরাফাতের "মণির খনি" কলমে সেটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষণে আমার প্রত্যাশা মতে এটিকে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হতে দেখে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত। আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন লেখক ও অনুবাদককে এজন্য জাযায়ে খায়র প্রদান করুন! আমি এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকার বহুল প্রচার একান্ত মনে কামনা করি।

মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

১লা অক্টোবর, ১৯৮৬

সংকলকের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য ভিক্ষা করছি, তাঁরই কাছে মার্জনা চাচ্ছি। আর আমরা আমাদের হৃদয়ের সকল দুষ্ট প্রবৃত্তি এবং আমাদের মন্দ 'আমল হতে আল্লাহ্ তা'আলার শরণ গ্রহণ করছি। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে তিনি বিপথগামী করেন, তাকে সৎপথে আনয়নকারী কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দান করছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত নেই কোনো মাবুদ। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রসূল।

অতঃপর 'আক্বীদাহ্ সংক্রান্ত কতিপয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আমি জবাব লিপিবদ্ধ করব কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে, যাতে করে পাঠক-পাঠিকা সঠিক উত্তর পাঠে পরিতৃপ্ত হতে পারেন। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তাওহীদ ভিত্তিক সঠিক 'আক্বীদাহ্ই সকল মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের মূল ভিত্তি।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা যেন এই পুস্তিকা পাঠে মুসলমানগণ উপকৃত হয় এবং এটাকেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সন্তোষ লাভের নির্ভেজাল উপায়রূপে গ্রহণ করেন।

(মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনূ)

লেখক

‘আক্বীদাহ্’র অর্থ

প্রশ্ন-১: (عَقِيدَةٌ) ‘আক্বীদাহ্ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর-১: ‘আক্বীদাহ্’ শব্দের অর্থ হল দৃঢ় বিশ্বাস বা মজবুত বন্ধন।

‘আক্বীদার বিপরীত শব্দ হল (اَلْحَلُّ) আল্হিল বা বন্ধনহীন।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ

“যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারে আবদ্ধ।” [সূরা নিসা: ৩৩]

প্রশ্ন-২: পরিভাষায় ‘আক্বীদাহ্ কাকে বলে?

উত্তর-২: ‘আক্বীদার সম্পর্ক হৃদয় বা অন্তরের সঙ্গে। সুতরাং ‘আক্বীদাহ্ হল হৃদয়ের কথা ও কর্ম। এই অর্থে ‘আক্বীদাহ্ হল এমন এক বিশ্বাস যা মানুষ অন্তরে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, লালন-পালন করে এবং মজবুতভাবে বিশ্বাস করে। যদি সেই বিশ্বাস স্বহীহ্ হয়, তাহলে সেটি হবে স্বহীহ্ আক্বীদাহ্ আর যদি বাতিল হয় তাহলে হবে ফাসিদ (বাতিল) ‘আক্বীদাহ্।

প্রশ্ন-৩: ইসলামী পরিভাষায় ‘আক্বীদাহ্ কাকে বলে?

উত্তর-৩: আল্লাহ্ তা‘আলা, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ, শেষ দিন এবং তাক্বদীরের ভালো ও মন্দ সম্পর্কে তিনি ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু ব্যক্ত করেছেন- সে সবের প্রতি কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই আন্তরিকভাবে পূর্ণ, গভীর, বিশুদ্ধ ও সংশয়বিহীন বিশ্বাসের নাম ইসলামী ‘আক্বীদাহ্। এক কথায় ঈমানের ছয়টি রুকন সম্পর্কে হৃদয়ে নির্ভেজাল ও সংশয়মুক্ত দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা পোষণ করার নাম ইসলামী ‘আক্বীদাহ্। এটাই হল স্বহীহ্ ‘আক্বীদাহ্।

প্রশ্ন-৪: ‘আক্বীদাহ্ ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর-৪: ‘আক্বীদাহ্ হল অন্তরের কথা ও কাজ। আর ঈমান হল অন্তরে বিশ্বাস এবং বাহ্যিক কথা ও কর্মের নাম। বলাবাহুল্য ‘আক্বীদাহ্ হল ঈমানের মৌলিক অংশ। ‘আক্বীদার সম্পর্ক হৃদয়ের সঙ্গে আর ঈমানের সম্পর্ক হৃদয় এবং বাহ্যিক ‘আমলের সঙ্গে। ‘আক্বীদাহ্ মজবুত না হলে ‘আমল শুদ্ধ হবে না। এ জন্য যার যত ‘আক্বীদাহ্ মজবুত, তার তত ‘আমল শুদ্ধ।

'আক্বীদাহ্ হল খাস বা নির্দিষ্ট আর ঈমান হল আম বা সাধারণ। ঈমানের ক্ষেত্র 'আক্বীদার থেকে ব্যাপক ও বিস্তৃত।

প্রশ্ন-৫: 'আক্বীদাহ্ শিক্ষা কেন প্রয়োজন?

উত্তর-৫: 'আক্বীদাহ্ শুদ্ধ না হলে 'আমলও শুদ্ধ হবে না। তাই 'আক্বীদাহ্ সম্পর্কে শিক্ষার্জন করা জরুরী। যদি কোনো মানুষের 'আক্বীদাহ্ ফাসিদ হয়, তাহলে তার স্বলাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জ সব কিছুই বাতিল হয়ে যাবে।

ইসলামের আরকান

প্রশ্ন-৬: জিব্রীল 'আলাইহিস্ সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন।

উত্তর-৬: রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইসলাম হল: (ক) তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, নেই কোনো সত্য ইলাহ্ (মা'বূদ) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত এবং (সাক্ষ্য দিবে যে,) মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহ্ তা'আলার রসূল যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনের তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। (খ) তুমি নামায কায়েম করবে। (গ) তুমি যাকাত প্রদান করবে। (ঘ) তুমি রামাযানের সিয়াম (রোযা) পালন করবে। (ঙ) যদি তুমি কা'বা গৃহে যাওয়ার সামর্থ্য রাখ, তাহলে ঐ গৃহের হজ্জ পালন করবে (মুসলিম, হাদীস নং- ০১)।

ঈমানের আরকান

প্রশ্ন-৭: জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম বলেন, হে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন।

উত্তর-৭: রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঈমান হচ্ছে বিশ্বাস করা:

ক. আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি। অর্থাৎ এই দৃঢ় প্রত্যয় রাখা যে, আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই প্রকৃত মা'বূদ। তাঁর সত্তার জন্য তাঁর মর্যাদার অনুকূল যে সব নাম ও গুণাবলী নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেগুলিতে বিশ্বাস করা এবং মাখলূকের সাথে তাঁর তুলনা না করা।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“তাঁর মত কোনো কিছুই নেই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরাতুশ্ শূরা: ১১]

খ. ফিরিশতাগণের প্রতি। অর্থাৎ ফিরিশতাগণের সৃষ্টি নূর হতে। তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা‘আলার আদেশসমূহ বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁরা আমাদের দৃষ্টির উর্ধ্বে।

গ. তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি। (যথা: তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবূর এবং উক্ত গ্রন্থত্রয়ের রহিতকারী কুরআনের প্রতি।

ঘ. তাঁর রসূলগণের প্রতি। (প্রথম রসূল হলেন নূহ আলাইহিস্ সালাম এবং সর্বশেষ হলেন মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

ঙ. শেষ দিবসের প্রতি। (অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবস। যে দিবসে সকল মানুষের হিসাব গ্রহণ করা হবে)।

চ. তাক্বদীরের কল্যাণ ও অকল্যাণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা (মুসলিম হাদীস নং- ০১)।

আল্লাহ্ তা‘আলা যে তাক্বদীর নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তার কার্যকরণ সহ নির্দ্বিধায় তা মেনে নিতে হবে।

বান্দাদের উপর আল্লাহর হক্ব

প্রশ্ন-৮: আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর-৮: আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাঁরই ইবাদত করি, এবং তাঁর সাথে কাউকে এবং কোনো কিছুকেই শরীক না করি। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমি জ্বিন ও ইন্সানকে শুধু এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে।” [সূরা যারিয়াত: ৫৬]

আর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

“বান্দাদের উপর আল্লাহ্ তা‘আলার হক হচ্ছে এই যে, তারা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকেই শরীক করবে না (বুখারী: ২৮৫৬)।”

প্রশ্ন-৯: ইবাদত কাকে বলে?

উত্তর-৯: ইবাদত হচ্ছে সেই সব গোপন ও প্রকাশ্য কথা ও কাজের সমষ্টিগত নাম যা আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট প্রিয় এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, যেমন দু‘আ, স্বলাত (নামায), কুরবানী এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। আল্লাহ্ তা‘আলা নির্দেশ দিচ্ছেন:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“বলুন হে রসূল! আমার স্বলাত (নামায), আমার নুসূক (পশু কুরবানী), আমার জীবন, আমার মরণ সমস্ত কিছুই বিশ্ব জগতের রব একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলার জন্য।” [সূরা আন‘আম: ১৬২]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন:

مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ

“আমি আমার বান্দার জন্য যা ফরয করে দিয়েছি তা পালন করার থেকে উত্তম কিছু দিয়ে আমার নিকটবর্তী হয় না (হাদীসে কুদসী, বুখারী: ৬৫০২)।”

অর্থাৎ ফরয ইবাদত না করে কোনো নফল ইবাদত দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না।

প্রশ্ন-১০: আমরা কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করব?

উত্তর-১০: আমাদেরকে সেই ভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করতে হবে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূল আদেশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের লক্ষ্য করে এই সাধারণ নির্দেশ প্রদান করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা অনুগত হয়ে চল আল্লাহ্ তা'আলার এবং অনুগত হয়ে চল রসূলের এবং (এর অন্যথা করে) তোমাদের আমলগুলোকে বরবাদ করে দিও না।" [সূরা মুহাম্মাদ: ৩৩]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করে যার জন্য আমার কোনো আদেশ (বা সমর্থন) নেই তা পরিত্যক্ত অর্থাৎ গ্রহণের অযোগ্য (মুসলিম হাদীস নং- ৪৩৮৫)।"

প্রশ্ন-১১: আমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করব আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে এবং তাঁর নিকট পুরস্কারের আশা পোষণ করে?

উত্তর-১১: হ্যাঁ, আমরা ঐ মনোভাব নিয়েই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করব। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এই ভাবে:

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

"তারা তাদের রবকে আহ্বান করে থাকে, ভয় মিশ্রিত হৃদয়ে এবং (পুরস্কার লাভের) আশা বুকে নিয়ে।" [সূরাতুস্ সাজদাহ্: ১৬]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন এবং তিনি এই ভাবে আমাদেরকেও প্রার্থনা জানাতে শিক্ষা দিয়েছেন।

أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ -

"আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জান্নাত লাভের প্রার্থনা জানাই এবং জাহান্নাম হতে তাঁরই আশ্রয় কামনা করি (আবু দাউদ- ৭৯৩ সহীহ)।"

প্রশ্ন-১২: ইবাদতে ইহসানের তাৎপর্য কী?

উত্তর-১২: ইবাদতকালে মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে জাগ্রতভাবে স্মরণ রাখার নামই হচ্ছে ইবাদতে ইহসান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ.

"যিনি তোমাকে অবলোকন করেন, যখন তুমি (নামাযের জন্য) দণ্ডায়মান হও আর তিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি সিজদাকারীদের সঙ্গে উঠা বসা কর।" [সূরা শু'আরা: ২১৮, ২১৯]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

"ইহসান হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার সময়ে তুমি যেন (মনে করতে পার যে, তুমি) তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি (ঐ স্তরে পৌঁছাতে না পার) তুমি তাকে দেখতে না পাও তবে যেন (এটা উপলব্ধি করতে পার যে,) তিনি তোমাকে দেখছেন (মুসলিম- ০১)।"

أنواع التوحيد وفوائده

তাওহীদের প্রকরণ ও তার কল্যাণসমূহ

প্রশ্ন-১৩: আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন রসূলগণকে কেন প্রেরণ করেছেন?

উত্তর-১৩: আল্লাহ্ তা'আলা রসূলগণকে এজন্যই প্রেরণ করেছেন যে, তাঁরা মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানাবেন এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আল্লাহ্র ইবাদত করার ও ত্ব-গূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি।" [সূরা নাহল: ৩৬]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ-

"নবীগণ একে অপরের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু তাঁদের দ্বীন হল এক।" (বুখারী- ৩৪৪৩)

প্রশ্ন-১৪: তাওহীদে রুবুবিয়্যাত বলতে কী বোঝো?

উত্তর-১৪: তাওহীদে রুবুবিয়্যাত হচ্ছে: মহান আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনকে তাঁর যাবতীয় কাজে এককভাবে সুনির্দিষ্ট করা যাতে কারো শরীকানা নেই। যেমন- (জীব ও বস্তুর) সৃষ্টি (এবং প্রতিপালন), ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা প্রভৃতি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্ তা'আলার যিনি জগৎসমূহের রব।" [সূরা ফাতিহা: ১]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [তাঁর দু'আয়] বলেছেন:

أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ-

"হে আল্লাহ্! তুমিই হচ্ছ আসমানসমূহ ও পৃথিবীর রব (বুখারী- ৭৩৮৫)।"

প্রশ্ন-১৫: তাওহীদে উলুহিয়্যাত কাকে বলে?

উত্তর-১৫: ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সুনির্দিষ্ট করাকে বলা হয় তাওহীদে উলুহিয়্যাত। যথা, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই দু'আ বা প্রার্থনা করা, তাঁকেই ভয় করা, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই পশু প্রভৃতি কুরবানী করা এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই মানত করা।

আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন:

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ

“তোমাদের মা‘বূদ হচ্ছেন একমাত্র মা‘বূদ, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো সত্য মা‘বূদ নেই, তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু।” [সূরা বাক্বারা: ১৬৩]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ-

“সর্ব প্রথম তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করবে।” (বুখারী- ১৪৫৮ ও মুসলিম- ৩১)

বুখারীর অন্য এক রেওয়ায়্যাতে আছে যে, তাদেরকে আহ্বান করবে আল্লাহ্ তা‘আলার একত্ববাদের প্রতি (বুখারী- ৭৩৭২)।

প্রশ্ন-১৬: তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাত বলতে কী বোঝো?

উত্তর-১৬: তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাত হচ্ছে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর সত্তার জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী স্বীয় কিতাব আল্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন অথবা তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহীহ্ হাদীসসমূহে যে ভাবে বর্ণনা করেছেন, ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ করা কোনো প্রকার ধরণ ও উদাহরণ বর্ণনা করা এবং পরিবর্তন ও অস্বীকার করা ছাড়াই। যেমন, ইস্তাওয়া: আল্লাহ্ তা‘আলার আরশের উপরে থাকা, নুযূল: তাঁর আরশ থেকে নিম্নাকাশে অবতরণ করা, তাঁর হস্ত ইত্যাদি তাঁর নাম ও গুণাবলী তাঁর কামালিয়্যাত তথা অতুলনীয় ক্ষমতা ও শক্তি এবং পরিপূর্ণতার সাথেই সুসামঞ্জস্য। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“তাঁর মত কোনো কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা শূরা: ১১]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:يَنْزِلُ اللهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا

“আল্লাহ্ তা‘আলা প্রত্যেক রাত্রে পৃথিবীর সংলগ্ন আকাশে অবতরণ করেন (বুখারী- ১১৪৫)।”

[স্মরণ রাখা কর্তব্য আল্লাহর অবতরণ স্বীয় অনুপম শানেরই উপযোগী, তাঁর সৃষ্টি জীবের অবতরণের সঙ্গে তাঁর অবতরণের কোনো ধরণ ও উদাহরণ নেই এবং তা অস্বীকার ও পরিবর্তন করাও যাবে না]।

প্রশ্ন-১৭: ক) আল্লাহ্ তা‘আলা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর-১৭: ক) আল্লাহ্ তা‘আলা আসমানের উপর স্বীয় আরশের উপর রয়েছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন: الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

“করুণাময় আল্লাহ্ তা‘আলা আরশের উপর রয়েছেন।” [সূরা ত্বাহা: ৫]

অর্থাৎ তিনি আরশের উপরে রয়েছেন।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ-

“আল্লাহ্ তা‘আলা একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন, আর সেই কিতাব তাঁর নিকট আরশের উপরে সংরক্ষিত রয়েছে (বুখারী- ৭৫৫৪)।”

প্রশ্ন- ১৭: খ) যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, তার বিধান কী?

উত্তর- ১৭: খ) যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহর সত্তা সর্বত্র বিরাজমান, সে ব্যক্তি স্পষ্ট কুফরি করল এবং ভ্রষ্টতার শিকার হল। কেননা তিনি আরশের উপর স্বমহিমায় রয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

‘আর-রহমান’ আরশের উপর স্বমহিমায় রয়েছেন (২০/৫)।

আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞেস করেন, أَيْنَ اللهُ, قَالَتْ فِي السَّمَاءِ، قَالَ مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ “আল্লাহ কোথায়?” উত্তরে বালিকাটি বলে আল্লাহ আকাশে রয়েছেন। তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, “আমি কে?” বালিকাটি বলে: আপনি আল্লাহর রসূল। তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: একে মুক্ত করে দাও। সে একজন মুমিনা (সহীহ মুসলিম-৫৩৭, আবু দাউদ-৯৩০)।”

প্রশ্ন-১৮: আল্লাহ্ তা‘আলা কি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন?

উত্তর-১৮: আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তাঁর শ্রবণ শক্তি, তাঁর দৃষ্টি শক্তি এবং তাঁর জ্ঞান শক্তির মাধ্যমে অর্থাৎ তিনি আমাদের যাবতীয় কথা শুনছেন, আমাদেরকে অবলোকন করছেন এবং আমাদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত আছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন:

قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

“তিনি বললেন, তোমরা দু'জন ভীত হয়োনা, আমি তো তোমাদের সাথেই রয়েছি। আমি শুনছি এবং আমি দেখছি।” [সূরা ত্বাহা: ৪৬]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ

“নিশ্চয় তোমরা আহ্বান করছ এমন এক সত্তাকে যিনি শ্রবণশীল এবং নিকটবর্তী আর তিনি আছেন তোমাদের সাথেই অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি তোমাদের সম্পর্কে পূর্ণরূপে জ্ঞাত রয়েছেন (মুসলিম- ৬৭৫৫)।”

প্রশ্ন- ১৯: আমাদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার থাকার অর্থ কী?

উত্তর- ১৯: আরবী শব্দ ‘মাআ’র অর্থ হল সঙ্গে থাকা। কুরআনে আল্লাহ তাআলা কোথাও বলেছেন: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।” [বাক্বারা: ১৫৩, ২৪৯]

কোথাও বলেছেন: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا

“নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সঙ্গে রয়েছেন।” [বাক্বারা: ১৯৪]

কোথাও বলেছেন: وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

“নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের সঙ্গে রয়েছেন।” (আনফাল: ১৯), কোথাও বলেছেন: لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।” [তাওবাহ: ৪০], কোথাও বলেছেন: إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

"নিশ্চয় আমি তোমাদের দুজনের সঙ্গে রয়েছি, আমি শুনছি ও দেখছি।" [ত্ব-হা: ৪৬]। একই রকম অর্থবোধক আরো কিছু আয়াত রয়েছে (৫৭/৪, ৫৮/৭, ১৬/১২৮) - যেগুলি থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে থাকার অর্থ কী?

প্রথমতঃ মনে রাখতে হবে যে, উক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মা'ইয়্যাহ বা সঙ্গে থাকা আল্লাহর একটি সিফাত বা গুণ। এই সিফাত বা গুণে তিনি তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী গুণান্বিত। তাঁর সঙ্গে থাকাকে কোনো সৃষ্টির সঙ্গে থাকার তুলনা করা যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ মা'ইয়্যাত বা সঙ্গে থাকা দু প্রকার : ক) আম মা'ইয়্যাহ বা সাধারণভাবে সঙ্গে থাকা : আল্লাহ্ তাআলা আরশের উপর রয়েছেন কিন্তু তিনি নিজের ইলম বা জ্ঞান, কুদরত বা শক্তি ও ইহাতাহ বা পরিবেষ্টন শক্তি দ্বারা বিশ্বজগতের সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গেই রয়েছেন, কোনো কিছুই তাঁর থেকে গায়েব নয় এবং কোনো কিছুই তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। খ) খাস মাইয়্যাহ বা নির্দিষ্টভাবে সঙ্গে থাকা : এর অর্থ হল আল্লাহ্ তাআলা খাস করে তাঁর নবী-রসূল, মুমিন ও মুত্তাক্বীদেরকে সাহায্য করেন এবং শত্রুদের থেকে রক্ষা করেন।

যেমন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম : গারে সওরে তাঁর সাথী আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন :

"চিন্তা করো না নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অর্থাৎ আমাদের সাহায্যে রয়েছেন।" [সূরা তাওবা- ৪০]। শারহুল আক্বীদাতিল অসিতিয়্যাহ, বাবু ইসবাতো সিফাতিল মা'ইয়্যাহ লিল্লাহি তা'আলা। সুতরাং যারা উক্ত আয়াতসমূহ থেকে অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা সর্বত্র বিরাজমান, তাদের ব্যাখ্যা ও আক্বীদা শুদ্ধ নয়।

প্রশ্ন- ২০: যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ্ তাআলা নিরাকার, তার বিধান কী?

উত্তর- ২০: যে ব্যক্তি আক্বীদা বা বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহ্ তাআলা নিরাকার সত্তা, সেই ব্যক্তি কুরআনের আয়াত ও স্বহীহ্ হাদীসের খিলাফ আক্বীদা বা বিশ্বাস পোষণ করে। বিধায় সে কুফরি করে এবং পথভ্রষ্ট হয়। বরং এ বিষয়ে সব থেকে সঠিক কথা হল এই যে, আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে ও আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হাদীসে আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে যা যা বলেছেন সেগুলোকে কম বা বেশি না করে এবং কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই বিশ্বাস করা।

যেমন কুরআনে আল্লাহ তাআলার হাত, চোখ, চেহারা [৫/৬৪, ১১/৩৭, ২৮/৮৮] ইত্যাদির বিবরণ এসেছে। সুতরাং এগুলির কোনো প্রকার ব্যাখ্যা করাও যাবে না এবং কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে তুলনাও করা যাবে না। হাদীসে আল্লাহর পা এর কথা এসেছে (সহীহ বুখারী-৪৮৪৮)। সুতরাং পা এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করাও কারো যাবে না এবং উদাহরণ পেশ করা যাবে না। বরং আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে মনমত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা ও উদাহরণ বর্ণনা করা স্পষ্ট কুফরী ও ভ্রষ্টতা।

আল্লাহ তাআলা বলেন: ......আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে [৪৮/১০]।

আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন: জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নাম বলবে, "আরো আছে নাকি?" অতঃপর আল্লাহ তাআলা নিজের পা রাখবেন। জাহান্নাম বলবেঃ আর না আর না (সহীহ বুখারী-৪৮৪৮)।

প্রশ্ন-২১: তাওহীদের উপকার কী কী?

উত্তর-২১: তাওহীদের উপকার হলো;

(১) কিয়ামত দিবসে শাস্তি হতে নিরাপত্তা,

(২) পৃথিবীতে হেদায়ত প্রাপ্তি এবং

(৩) পাপের বিমোচন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

"যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের সাথে যুলমকে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হচ্ছে হিদায়াতপ্রাপ্ত।" [সূরা আনআম: ৮২]

[উক্ত আয়াতে যুলম্ দ্বারা শির্ককে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা ঈমানকে নির্ভেজাল রেখেছে, ঈমানের সঙ্গে শির্ক মিশ্রিত করে স্বীয় ঈমানকে কলুষিত করেনি তারাই কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে আর তারাই সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়াত দ্বারা ধন্য হবে।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: - حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

"আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে বান্দাদের হক (দাবী) হচ্ছে; সেই ব্যক্তিকে শাস্তি না দেওয়া যে তাঁর (আল্লাহ্ তা'আলার) সঙ্গে অপর কাউকে অথবা কোনো বস্তুকেই শরীক করে না (বুখারী- ২৮৫৬)।"

'আমল ক্ববুল হওয়ার শর্তাবলী

প্রশ্ন-২২: আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে 'আমল ক্ববুল হওয়ার জন্য কী কী শর্ত রয়েছে?

উত্তর-২২: আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমল ক্ববুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে তিনটি:

(ক) আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এবং তাঁর একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে তাদের মেহমানদারীর জন্য অবধারিত রয়েছে ফিরদাউসের নন্দন কানন।" [সূরা কাহাফ: ১০৭]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ

"তুমি বলো; আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি, অতঃপর তাঁর উপর তুমি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো (রিয়াদুস স্ব-লিহীন- ১৫২৫, মুসনাদে আহমাদ- ১৫৪১৬)।"

(খ) ইখলাস বা বিশুদ্ধতা: অর্থাৎ 'আমল হতে হবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, কেবল তাঁকেই সন্তুষ্ট করার জন্য, কাউকে দেখানো অথবা শোনানোর জন্য নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

"তুমি ইবাদত করবে আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনকে একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে খালেস করে।" [যুমার: ২]

(গ) ইত্তিবা': রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে যা নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ, আমল হতে হবে ঠিক তাঁরই অনুকরণে ও অনুসরণে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

"রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে (নির্দেশরূপে) যা প্রদান করেন, তোমরা তা গ্রহণ কর এবং (যা করতে) তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।" [হাশর: ০৭]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করে যে ব্যাপারে আমার কোনো নির্দেশ নেই, (আমার দ্বীনে যার নযীর নেই, যাতে আমার কোনো সমর্থন নেই) এমন 'আমল হচ্ছে পরিত্যক্ত অর্থাৎ তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে, কিছুতেই করা চলবে নাম (মুসলিম- ৪৩৮৫)।

শির্কে আকবর বা বড় শির্ক: মহা পাপ

প্রশ্ন-২৩: সব চাইতে ভয়াবহ পাপ কোনটি?

উত্তর-২৩: সব চাইতে ভয়াবহ পাপ হচ্ছে; আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক করা।

এর প্রমাণ হচ্ছে এই শাশ্বত সতর্কবাণী:

يُبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

লুকমান আলাইহিস্ সালাম নিজ পুত্রের প্রতি হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন "হে আমার বৎস! আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে শির্ক করো না (কাউকেই তাঁর সঙ্গে কোনোভাবেই শরীক করবে না) নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে গুরুতর অবিচার চরম সীমালঙ্ঘন।" [লুকমান: ১৩]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল:

أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

"কোন্ গুনাহ্ সর্বাধিক গুরুতর, সব চাইতে মারাত্মক? তখন তিনি জবাবে বললেন: "আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (আর তিনিই তোমার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করে চলেছেন) - (বুখারী- ৪৪৭৭)।

(উপরোল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত 'নিদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে শরীক)

প্রশ্ন- ২৪: শির্কের শাস্তি কী?

উত্তর- ২৪: ক) আল্লাহ তাআলা শির্ককারীদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম (সূরা মায়েদা- ৭২) অর্থাৎ শির্ককারী মুশরিক অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে এবং কোনো দিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ " . قَالَ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ.

যে ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহর সাথে শারীক স্থির করে, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে (সহীহ মুসলিম- ১৭১)।

খ) তাদের সমস্ত নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং গ) তারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ [৯:১৭]

"মুশরিকদের কাজ এটা নয় যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহের দেখাশোনা করবে। তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরির সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই সমস্ত লোকদের সকল সৎকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।" [সূরা তাওবা: ১৭, অনুরূপ আয়াত : ৬/৮৮]।

আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মাদ স্বপ্নাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে সতর্ক করে বলেছেন :

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ.

"যদি আপনিও শির্ক করেন, তাহলে আপনারও সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।" [যুমার: ৩৯/৬৫]।

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَكَانَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي النَّارِ قَالَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَيْنَ أَبُوكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ.

"এক বেদুইন আল্লাহর রসূল স্বপ্নাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে হাজির হয়ে বলল : হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন এবং অমুক অমুক ভালো কাজ করতেন। তিনি কোথায় আছেন? তিনি স্বপ্নাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বললেন : জাহান্নামে। বর্ণনাকারী বলেন : এতে সেই ব্যক্তি ব্যথিত হল এবং বলল : হে আল্লাহর রসূল স্বপ্নাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আপনার পিতা কোথায়? আল্লাহর রসূল স্বপ্নাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বললেন : যখন তুমি কোনো মুশরিকের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন তুমি তাকে জাহান্নামের দুঃসংবাদ দিও (ইবনু মাজাহ-হাদীস নং-১৫৭৩, সহীহ-আলবানী)।”

প্রশ্ন-২৫: শির্কে আকবার বা গুরুতর শির্ক বলতে কী বোঝায়?

উত্তর-২৫: শির্কে আকবার বা গুরুতর শির্ক হচ্ছে ইবাদতকে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য নির্দিষ্ট করা,

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে (বিপদ-আপদে রোগে-শোকে) ডাকা এবং মৃত ব্যক্তি অথবা অনুপস্থিত জীবিত ব্যক্তির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.

"তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করবে, কোনো প্রাণী বা বস্তুকে তাঁর সঙ্গে (কোনোভাবেই) শরীক করবে না।" [আন নিসা: ৩৬]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ.

"কাবীরাহ গুনাহ অর্থাৎ গুরুতর পাপাচারসমূহের মধ্যে সর্বাধিক মারাত্মক পাপ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে শির্ক করা (তিরমিযী- ৩০২০)।"

প্রশ্ন-২৬: এই উম্মত (উম্মতে মুহাম্মাদিয়া) এর মধ্যেও কি শির্ক প্রচলিত রয়েছে?

উত্তর-২৬: হ্যাঁ, প্রচলিত রয়েছে। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ.

"তাদের মধ্যে অধিকাংশই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি (মুখে) ঈমান আনে বটে কিন্তু তারা (সঙ্গে সঙ্গে) শির্কও করে।" [সূরা ইউসুফ: ১০৬]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ

"কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন পর্যন্ত আমার উম্মতের কতিপয় গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপন না করবে এবং যে পর্যন্ত না তারা মূর্তি পূজায় লিপ্ত হবে (তিরমিযী- ২২১৯ সহীহ)।"

প্রশ্ন-২৭: যদি কেউ মৃত ব্যক্তি অথবা অনুপস্থিত জীবিত ব্যক্তিকে (কোনো আশা পূরণ এবং দুঃখ ও বিপদ মোচনের জন্য) ডাকে, তবে সেটা কী ধরণের অপরাধ হবে?

উত্তর-২৭: মৃত ব্যক্তি (তিনি নবী, রসূল আর ওলী-আউলিয়া যেই হোন) অথবা অনুপস্থিত জীবিত ব্যক্তিকে ঐ ভাবে ডাকা শির্কে আকবার তথা গুরুতর অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ-

"এবং আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া এমন কিছুকে বা কাউকেই ডাকবেনা- যে বা যারা না করতে পারে তোমার কোনো উপকার, না কোনো অপকার। যদি তুমি তা করেই ফেল, তাহলে তুমি হয়ে যাবে যালিমদের (অবিচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীদের) অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে" [ইউনুস: ১০৬]।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ-

"যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, সে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কাউকে ডাকল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল (বুখারী- ৪৪৭৭)।"

প্রশ্ন-২৮: দু'আ কি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর-২৮: হ্যাঁ, দু'আ হচ্ছে (সর্বোতোভাবে) ইবাদত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

"এবং তোমাদের রব বলেন: তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যারা অহংকার বশে আমার ইবাদত-বিমুখ, তারা শীঘ্রই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়।" [সূরা গাফির: ৬০]।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

"দু'আ-ই হচ্ছে প্রকৃত ইবাদত।" (আবু দাউদ- ১৪৭৯)।

প্রশ্ন-২৯: মৃত ব্যক্তিগণ কি (তিনি যেই হোন না কেন) মানুষের আহ্বান শুনতে পান?

উত্তর-২৯: না, তাঁরা শুনতে পান না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ.

"মৃত ব্যক্তিকে তুমি কোনো কথা, কোনো আহ্বানই শুনাতে পারবে না।" [সূরা আন নামল: ৮০]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন: وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ.

"তুমি (কিছুতেই) শুনাতে পারবে না সেই ব্যক্তিকে যে শায়িত রয়েছে কবরে।" [সূরা ফাতির: ২২]

أنواع الشرك الأكبر

শির্কে আকবরের প্রকরণ

প্রশ্ন-৩০: আমরা কি মৃত ব্যক্তি কিংবা অনুপস্থিত জীবিত ব্যক্তির মধ্যস্থতায় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি?

উত্তর-৩০: না, আমরা তাদের মধ্যস্থতায় আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

"তারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর যাদেরকে আহ্বান করে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, (বরং) তারাই সৃষ্ট হয়ে থাকে (অন্যের দ্বারা), তারা মৃত-অপ্রাপ্ত জীবন, জড় পদার্থ; আর পুনরুত্থান সম্বন্ধেও তাদের কোনো চেতনা নেই।" [সূরা নাহল: ২০, ২১]।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ

"স্মরণ কর; তোমরা তোমাদের রবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, ফলে তিনি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন।" [সূরা আনফাল: ৯]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

"হে চিরঞ্জীব, হে স্বপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিধাতা! তোমারই রহমতের কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছি আমি।" (তিরমিযী- ৩৫২৪, হাদীসটি হাসান)।

[সুতরাং উপরোক্ত আয়াতদ্বয় এবং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিখান দু'আ দ্বারা জানা গেল যে, আশ্রয় প্রার্থনা ও সাহায্য কামনা করতে হবে সরাসরি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকট; মৃত ব্যক্তি অথবা অনুপস্থিত জীবিত ব্যক্তির মধ্যস্থতায় আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করা বা তাঁর সাহায্য কামনা করা চলবে না -অনুবাদক]

প্রশ্ন-৩১: আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা কি জায়েয?

উত্তর-৩১: না, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয নয়। প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য চাই।" [সূরা ফাতিহা: ৪]।

রসূলুল্লাহ্ স্বল্ল াহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ.

"যখন তুমি (কোনো কিছু) চাইবে, তখন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই নিকট চাইবে, আর যখন কোনো সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। অন্য কারোর নিকট নয় (তিরমিযী- ২৫১৬)।"

প্রশ্ন-৩২: আমরা কি জীবিত ব্যক্তির নিকট কোনো কিছুর সাহায্য চাইতে পারি?

উত্তর-৩২: হ্যাঁ, সেই বস্তু বা বিষয়ে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে যা তাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

"তোমরা সৎকর্মে এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর।" [সূরা মায়িদা: ২]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকে সেই সময় পর্যন্ত সাহায্য করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বান্দা তার অপর ভাইকে সাহায্য করতে থাকে (মুসলিম- ৬৭৪৬)।"

প্রশ্ন-৩৩: আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর নামে নযর (মান্নত) করা কি জায়েয?

উত্তর-৩৩: আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো বা অন্য কিছুর নামে মান্নত করা জায়েয নয়।

এর প্রমাণ হচ্ছে কুরআনের এই আয়াত:

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا

"ইমরানের স্ত্রী (মরয়্যাম আঃ-এর মাতা) যখন বলেছিল: হে আমার রব! আমার গর্ভে যা রয়েছে তা একান্তভাবে তোমারই জন্য আমি মান্নত করলাম অর্থাৎ তোমারই নামে উৎসর্গ করে রাখলাম।" [সূরা আলে-ইমরান: ৩৫]

আর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ.

"মান্নত দ্বারা যদি কেউ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করতে চায়, তাহলে সে যেন এই ভাবে তাঁর আনুগত্য করে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নামেই মান্নত করে। আর কেউ যদি মান্নতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার না ফরমানী করতে চায়, তবে সে যেন (তার সেই মান্নত পূরণ করে) তাঁর নাফরমানী না করে। অর্থাৎ ঐ ধরনের মান্নত কার্যে পরিণত করতে সে যেন বিরত থাকে (বুখারী- ৬৬৯৬)।”

প্রশ্ন-৩৪: আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর বা অন্য কিছুর নামে পশু যবেহ বা কুরবানী করা কি জায়েয?

উত্তর-৩৪: না, জায়েয নয়। এর প্রমাণ কুরআনের এই বাণী:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"সুতরাং তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে স্বলাত কায়েম কর এবং (তাঁরই নামে) কুরবানী কর।" [সূরা কাওসার: ২]

[ইনহার শব্দের অর্থ: "আল্লাহ্ তা'আলার নামে যবেহ কর]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ

"যারা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর কিংবা অন্য কিছুর নামে পশু যবেহ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অভিশাপ (লা'নত) প্রদান করেন (মুসলিম- ৫০১৯)।"

প্রশ্ন-৩৫: নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আমরা কি কবরের তাওয়াফ করতে পারব?

উত্তর-৩৫: না, কা'বা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুরই আমরা তাওয়াফ করতে পারি না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

"তারা যেন তাওয়াফ করে, শুধু প্রাচীন গৃহের। (কাবা শরীফের)" [সূরা হাজ্জ: ২৯]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ.

"যে ব্যক্তি ৭ বার আল্লাহ্ তা'আলার ঘরের (কা'বা শরীফের) তাওয়াফ করল এবং (মাকামে ইবরাহীমে) দু'রাকা'আত স্বলাত আদায় করল, সে যেন একটি কৃতদাসকেই আযাদ করল (ইবনে মাজাহ- ২৯৫৬, হাদীসটি সহীহ)।"

প্রশ্ন-৩৬: যাদু সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর-৩৬: যাদু হচ্ছে কুফরীর পর্যায়ভুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

"কিন্তু শয়তানগণ লোকদিগকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে কুফরী করল।" [সূরা বাকারা: ১০২]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ-

"তোমরা সাত প্রকার ধ্বংসাত্মক কাজ হতে দূরে অবস্থান করবে- এগুলো হচ্ছে: (ক) আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে (কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে) শরীক করা, (খ) যাদু করা .... (বুখারী-২৭৬৬)।"

প্রশ্ন-৩৭: ইলমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য আমরা কি গণক ও জ্যোতির্বিদদের বিশ্বাস করব?

উত্তর-৩৭: না, আমরা তাদেরকে বিশ্বাস করব না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

"আপনি (হে রসূল!) বলুন, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" [সূরা নামল: ৬৫]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

"যারা গণক অথবা ভবিষ্যৎ বক্তাদের নিকট গিয়ে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, তারা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ মহাগ্রন্থ আল কুরআনকেই অস্বীকার করে বসল (সহীহুল জামি'- ৫৯৩৯, মুসনাদ আহমাদ-৯৫৩৬, হাদীসটি সহীহ)।"

প্রশ্ন-৩৮: আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ কি গায়েব তথা ভবিষ্যতের কথা জানে?

উত্তর-৩৮: কোনো ব্যক্তিই গায়েবের খবর রাখে না। তবে রসূলদের মধ্যে যাদেরকে (যখন) আল্লাহ্ তা'আলা কোনো কিছু সম্পর্কে অবহিত করেন শুধু তারাই ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ের খবর রাখেন।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন:

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

“গায়েব বা অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা একমাত্র তিনি (আল্লাহ্ তা‘আলা)। তিনি তাঁর অদৃশ্য বিষয়কে তাঁর মনোনীত রসূলদের ছাড়া আর কারোর নিকটেই উদ্ঘাটিত করেন না।” [সূরা জ্বিন: ২৬-২৭]

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ.

“আল্লাহ্ তা‘আলা ছাড়া আর কেউই গায়েব বা ভবিষ্যতের কথা জানে না (বুখারী-৭৩৮০)।”

প্রশ্ন- ৩৯: রোগ থেকে নিরাময় লাভের জন্য আমরা কি ধাগা ও বালা (তাবীজ কবচ ইত্যাদি) ব্যবহার করতে পারব?

উত্তর-৩৯: না, আমরা ঐ সব কিছুই ব্যবহার করতে পারব না। কেননা আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

“যদি আল্লাহ্ তা‘আলা তোমার কোনো অমঙ্গল ঘটান, তাহলে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউই নেই।” [সূরা আনআম: ১৭]

প্রশ্ন- ৪০: রোগ নিরাময়ের জন্য তাবীয, কবচ, ঝিনুক প্রভৃতি কি (গলায়) ঝোলানো চলবে?

উত্তর-৪০: বদ নযরের জন্য অর্থাৎ বদ নযর থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ঐ সব ঝুলানো যাবে না। কেননা আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

“যদি আল্লাহ্ তা‘আলা তোমার কোনো অমঙ্গল ঘটান, তা হলে তিনি ছাড়া ঐ অমঙ্গলের অপসারণকারী আর কেউই নাই।” [সূরা আনআম: ১৭]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ-

"যে ব্যক্তি তাবীয কবচ ঝুলাল সে শির্ক করে ফেলল।" (হাদীসটি সহীহ্; ইমাম আহমদ এই হাদীসটি রেওয়ায়ত করেছেন- ১৭৪২২)।

[তামীমা হচ্ছে তাবীয অথবা কবচ, যা বদ নযরের জন্য ঝুলানো হয়]

প্রশ্ন-৪১: যে সব আইন কানুন ইসলাম-বিরোধী, সে সবের উপর আমল করলে তার হুকুম কী?

উত্তর-৪১: ইসলাম বিরোধী আইন কানুনের উপর আমল করা, ঐরূপ 'আমল করাকে জায়েয মনে করা অথবা ঐগুলো সঠিক বলে বিশ্বাস করা কুফরীর শামিল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

"আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান প্রদান করে না, তারাই তো কাফির, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।" [সূরাতুল মায়িদাহ্: ৪৪]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

"তাদের শাসকগণ যদি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব আল-কুরআনের বিধান অনুসারে শাসন কার্য পরিচালনা না করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তার মধ্য থেকে (তাদের খেয়াল খুশীমত) তারা বেছে নেয় (আর কিছু অংশ বর্জন করে) তা হলে সেই অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরক অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত করবেন (ইবনু মাজাহ্- ৪০১৯)।

প্রশ্ন-৪২: আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কে আল্লাহ্ তা'আলাকে সৃষ্টি করেছেন? শয়তানের এই প্রশ্নটি আমরা কিভাবে খণ্ডন করব?

উত্তর-৪২: যখন শয়তান এই প্রশ্ন দ্বারা তোমাদের মধ্যে কারোর মনে খটকা সৃষ্টি করে, তখন সে যেন আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে অর্থাৎ সে যেন "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্ব-নির রজীম" পাঠ করে [অর্থ: বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাচ্ছি]। এই বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ স্মরণযোগ্য:

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

"যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহ্‌র শরণ নিবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা হা- মীম আস্ সাজ্‌দাহ্: ৩৬]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়তানের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে এই দু'আ পাঠ করতে শিক্ষা দিয়েছেন:

آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

"আমি আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা একক। আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিধ প্রয়োজনের আধার। তিনি জনকও নন, জাতও নন। তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই।"

অতঃপর বাম দিকে তিন বার থুথু ফেলে শয়তান হতে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করবে অর্থাৎ "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্ব-নির রজীম" পাঠ করবে এবং তার কথা ও চিন্তা হতে নিজেকে দূরে রাখবে। তবেই তার নিকট থেকে শয়তান দূরে সরে যাবে (আবু দাউদ- ৪৭২১-৪৭২২, মুসলিম: ১৩৪)।"

প্রশ্ন-৪৩: শির্কে আকবার এর ক্ষতি ও পরিণতি কী?

উত্তর-৪৩: শির্কে আকবারের কারণে মানুষ জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন:

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ - وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে বা কোনো কিছুকে শরীক করে শির্কের মহাপাপে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার স্থায়ী বাসস্থান হবে জাহান্নাম, সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য নেই কোনো সাহায্যকারী।" [সূরা মায়িদাহ্: ৭২]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

"যে ব্যক্তি শির্ক করা অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে গমন করে অর্থাৎ শির্কী কার্যে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয় সে সোজা জাহান্নামে প্রবেশ করে (মুসলিম- ১৭১)।"

প্রশ্ন-৪৪: শির্কের সঙ্গে নেক আমল দ্বারা কোনো উপকার লাভ করা যাবে কি? অর্থাৎ শির্কের কাজে লিপ্ত থেকে কোনো সৎকাজ সম্পাদন করলে তাতে কোনো ফায়দা হাসেল করা যাবে কি?

উত্তর-৪৪: না, শির্কের সঙ্গে নেক আমল দ্বারা কোনো উপকার লাভ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরদের প্রসঙ্গে বলেছেন:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

"যদি তারা শির্কের কাজে লিপ্ত হয়, তবে তাদের সমস্ত নেক আমলই নিষ্ফল হয়ে যাবে।" [সূরা আনআম: ৮৮]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে কুদসীতে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

"আমি শরীকদের শির্ক থেকে পবিত্র। যে ব্যক্তি কোনো কাজের মাধ্যমে আমার সঙ্গে অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে ও তার শরীককে পরিত্যাগ করি (মুসলিম- ৭৩৬৫)।"

প্রশ্ন- ৪৫: শির্কের সমতুল্য পাপগুলি কী কী?

উত্তর- ৪৫: শির্কের সমতুল্য পাপ বলতে বোঝায় এমন পাপ যার পরিণাম ও শাস্তি শির্কের মতোই অর্থাৎ সে সমস্ত পাপ কর্ম করলে মানুষ ইসলামী গন্ডি থেকে বেরিয়ে যায়, তাদের সৎকর্ম আখেরাতে কোনো কাজে আসবে না অর্থাৎ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং অনন্তকালের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। সেগুলি হল : ক) কুফর, খ) নিফাক্ব

৪৫/ক)-১ কুফর- (اَلْكُفْرُ) কুফর শব্দের অর্থ কী?

উত্তর- ৪৫/ক)-১ কুফর শব্দের অর্থ হল ঢেকে দেওয়া বা গোপন করা। কুফর যখন কোনো ব্যক্তির হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে নেয়, তখনই তাকে কাফির বলা হয়।

৪৫/ক)-২ শরিআতের পরিভাষায় কুফর কাকে বলে?

উত্তর-৪৫/ক)-২ কুফর হল ঈমানের বিপরীত। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকটে ঈমানের ৬টি রুকনের অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাস্তবায়নের নাম ঈমান। সুতরাং আন্তরিকভাবে বা মৌখিকভাবে অস্বীকার করা বা কর্মের দ্বারা ঈমানের কোনো একটি রুকন বা শাখাকে অস্বীকার করার নাম কুফর।

৪৫/ক)-৩ কুফরের পরিণাম ও শাস্তি কী?

উত্তর- ৪৫/ক)-৩ (i) কুফরীকারীর উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হয় এবং তার জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

"যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করল। তবে হ্যাঁ যদি কাউকে কুফরী করতে বাধ্য করা হয় এবং তার হৃদয় ঈমানের উপর অবিচল থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র বিষয়। কিন্তু যে খুশি মনে কুফরীকে গ্রহণ করে নিল, তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হবে এবং তার জন্যই রয়েছে মহা শাস্তি।" [আন-নাহল: ১০৬]

(ii) কাফিরের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে, আখেরাতে এর কোনো প্রতিদান পাবে না এবং জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

.... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ.

"........ যে ব্যক্তি তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফির হয়ে মৃত্যু বরণ করবে, তার সমস্ত আমল দুনিয়া ও আখেরাতে বরবাদ হয়ে যাবে এবং তারাই জাহান্নামের অনন্তকালের অধিবাসী।" [আল-বাক্বারাহ্: ২১৭]

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.

"নিশ্চয় আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তারা জাহান্নামে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।" [সূরাহ আল-বাইইনাহ-৬]

আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন :

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

"সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ। ইহুদি হোক আর খ্রীষ্টান, যে ব্যক্তিই আমার (রিসালাত ও নবুআতের) খবর শুনেছে অথচ আমার উপর ঈমান না এনে (অর্থাৎ কাফির হয়ে) মৃত্যুবরণ করবে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে (সহীহ মুসলিম : ১৫৩)।"

প্রশ্ন- ৪৫/ক)-৪ শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর-৪৫/ক)-৪: কুফরে আকবার ও শির্কে আকবারের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। সেটি হল কুফরে আকবার হল আম আর শির্কে আকবার হল খাস। সুতরাং সমস্ত শির্কই কুফর কিন্তু সমস্ত কুফর শির্ক নয়। গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা, তার নামে নযর মানা, তাকে ভয় করার অর্থ হল উক্ত ইবাদাত সমূহে আল্লাহর সঙ্গে গাইরুল্লাহকে শরীক করা।

উক্ত শির্কী কার্যাবলীর মাধ্যমে আল্লাহর উলুহিয়্যাতকেও অস্বীকার করা হয়, তাই এই শির্কগুলি কুফরে আকবারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিধান স্বলাতকে অস্বীকার, তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাদীসকে অস্বীকার করা ইত্যাদি কার্যকলাপও কুফরুল আকবারের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এগুলি শির্ক নয়। অবশ্য কুরআনে মুশরিককে কাফির এবং কাফিরকে মুশরিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ , إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য মাবুদকে আহ্বান করে, তার নিকটে এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। নিশ্চয় তাকে তার রবের নিকটে হিসাব দিতে হবে। এই রকম কাফিররা কখনই পরিত্রাণ পাবে না।" (সূরা মু'মিনূন: ১১৭)। যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য মাবুদদের ইবাদত করে, তারা মুশরিক। তাদেরকেই অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফির বলে উল্লেখ করেছেন। বোঝা গেল সমস্ত মুশরিক কাফির। মক্কার কাফিরদেরকেও আল্লাহ তাআলা কাফির বলে সম্বোধন করেছেন। [সূরা তাওবা : ১-২, সূরা কাফিরূন : ১-২]

আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন :

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

"ব্যক্তি এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে স্বলাত (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং- ১৪৮)" বোঝা গেল স্বলাত অস্বীকারকারী কাফির এবং মুশরিক। স্বলাত অস্বীকার করার অর্থ হল ইসলামের একটি খুঁটিকে অস্বীকার করা। সেই অর্থে স্বলাত অস্বীকারকারী কাফির আবার স্বলাত অস্বীকার করার অর্থ হল আল্লাহর পরিবর্তে প্রবৃত্তির ইবাদত করা। সেই অর্থে স্বলাত পরিত্যাগকারী মুশরিক।

প্রশ্ন- ৪৫/ক)-৫: মুসলিমদের মধ্যেও কি কাফির রয়েছে?

উত্তর: ৪৫/ক)-৫: জী হ্যাঁ। মুসলিমদের মধ্যেও অনেক কাফির রয়েছে। মুসলিম ঘরে জন্ম নিলেই মুসলিম হওয়া যায় না বরং তাকে ইসলামী বিধি বিধান পালনের মাধ্যমে মুসলিম হতে হয়।

স্বলাত অস্বীকারকারী কাফির : ইসলামী স্কলারদের নিকটে অস্বীকার না করলেও স্বলাত পরিত্যাগকারী কাফির আর সকলের ঐক্যমতে স্বলাত অস্বীকারকারী কাফির।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

"তোমরা স্বলাত প্রতিষ্ঠিত করো এবং স্বলাত পরিত্যাগ করে তোমরা মুশরিক হয়ে যেয়ো না।" (সূরা রূম : ৩১)। আয়াতের ভাবার্থ হল স্বলাত প্রতিষ্ঠিত না করলে মুশরিক হয়ে যাবে আর মুশরিক তো কাফিরের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন :

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"আমাদের ও কাফিরদের মধ্যে চুক্তি হল স্বলাত। যে ব্যক্তি স্বলাত পরিত্যাগ করল, সে কুফরী করল (ইবনু মাজাহ-১০৭৯, সহীহ্-আলবানী)।"

অনুরূপভাবে ইসলামী স্কলারদের নিকটে যাকাত অস্বীকারকারী, হাদীস অস্বীকারকারী, আল্লাহর রসূলকে অস্বীকারকারী সকলেই কাফির। আর এই রকম আক্বীদা ও বিশ্বাস রাখে এমন অনেক মানুষ মুসলিম সোসাইটিতে বসবাস করেন। বিধায় কালেমা পড়লেই মুসলিম হওয়া যায় না বরং আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যও জরুরী।

প্রশ্ন- ৪৫/খ)-১ (اَلنِّفَاقُ) নিফাক্ব শব্দের অর্থ কী?

উত্তর- ৪৫/খ)-১: নিফাক্বের শাব্দিক অর্থ হল ইঁদুরের গর্ত থেকে বেরোনোর অনেক পথের মধ্যে একটি পথ। যখন তাকে একটি পথ দিয়ে ধরার চেষ্টা করা হয়, তখন সে অন্য পথ দিয়ে পালায়। নিফাক্ব শব্দের অর্থ হল কপটতা বা প্রতারণা করা।

প্রশ্ন- ৪৫/খ)- ২ পরিভাষায় নিফাক্ব কাকে বলে?

উত্তর- ৪৫/খ)-২: ইসলামী পরিভাষায় নিফাক্ব বলা হয় মুখে ঈমানের দাবী পেশ করা এবং কর্মেও ঈমানের বাস্তবায়ন করা কিন্তু অন্তরে কুফরকে গোপন করা। এটিকে নিফাক্বে আকবার বা নিফাক্বে এতেক্বাদী বা বড় নিফাক্ব বলা হয়। এটি কুফরে আকবারের অন্তর্ভুক্ত। নিফাক্ব নামকরণের কারণ এই যে, সে একটি দরজা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ আর অন্য দরজা দিয়ে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রশ্ন- ৪৫/খ)-৩: মুনাফিক্ব কাকে বলে?

উত্তর- ৪৫/খ)-৩: যাদের মধ্যে নিফাক্ব থাকে, তাদেরকে মুনাফিক্ব বলে। যারা মুখে ঈমান ও ইসলামের দাবী করে এবং বাহ্যিকভাবে ইসলামী রীতি-নীতি অনুযায়ী আমলও করে কিন্তু অন্তর থেকে বিশ্বাস করে না, তাদের বৈশিষ্ট্যগত নাম মুনাফিক্ব। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.

"কিছু মানুষ এমনও রয়েছে যারা বলে : আমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনেছি অথচ তারা মুমিন নয়। তারা এ কথা বলে আল্লাহকে ও মুমিনদেরকে ধোকা দিতে চায় কিন্তু তারা বাস্তবে নিজেদেরকেই ধোকা দেয় অথচ তারা বুঝতে পারে না।" [সূরা বাক্বারা : ৮-৯]

প্রশ্ন- ৪৫/খ)-৪: আখেরাতে তাদের ঠিকানা কোথায় হবে?

উত্তর-৪৫/খ)-৪: এদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের সব থেকে নীচে।

আল্লাহ তাআলা বলেন : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"নিশ্চয় মুনাফিক্বরা জাহান্নামের সব থেকে নীচু স্থানে থাকবে।" (৪/১৪৫)।

প্রশ্ন- ৪৫/খ)-৫: মুনাফিক্বরা কি কাফির?

উত্তর- ৪৫/খ)-৫: নিফাক্ব কুফরের একটি নিকৃষ্ট ধরণ। সুতরাং মুনাফিক্বরা নিকৃষ্ট কাফির। এরাই ইসলাম ও মুসলিমদের সব থেকে বেশি ক্ষতি সাধন করে থাকে। তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামী বিধি বিধান স্বীকার করলেও অন্তর থেকে অস্বীকার করে, তাই তারা কাফির। তাই তো তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের সব থেকে নীচু স্থানে।

প্রশ্ন- ৪৫/খ)-৬ মুসলিমদের মধ্যেও মুনাফিক্ব রয়েছে?

উত্তর-৪৫/খ)-৬: হ্যাঁ, মুনাফিক্বরা তো মুসলিমদের মধ্যেই অবস্থান করে। এ জন্য এরা বেশি ক্ষতি সাধনকারী কাফির। এরা ঘরের শত্রু। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে এরা বরাবর মুসলিমদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করার এবং ইসলামের ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করেছিল। আজকের দিনেও এমন চরিত্রের বহু মানুষ রয়েছে।

প্রশ্ন- ৪৬: اَلْمُرْتَدُّ মুরতাদ কাকে বলে?

উত্তর- ৪৬: মুরতাদ শব্দের অর্থ হল প্রত্যাবর্তনকারী। পরিভাষায় মুরতাদ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে কুফরে ফিরে যায়। এই প্রত্যাবর্তন মৌখিকভাবে হোক বা আক্বীদাগত হোক বা সন্দেহজনকভাবে হোক। মুরতাদ কাফির। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় সৎ আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ.

"তোমাদের মধ্যে যে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে এবং কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তার সমস্ত আমল দুনিয়া ও আখেরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে; তারাই জাহান্নামী, সেখানেই তারা অনন্তকাল থাকবে।" [সূরা বাক্বারাহ: ২১৭]। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন :

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

"যে ব্যক্তি তার দ্বীন ইসলাম পরিবর্তন করে নিল, তাকে হত্যা করো (সহীহ বুখারী : ৩০১৭)।" অত্র হাদীস থেকে বোঝা গেল দ্বীন পরিবর্তনকারী হল মুরতাদ আর মুরতাদ হল কাফির। সুতরাং যে সমস্ত মুসলিম নর ও নারী নিজেদের দ্বীন পরিবর্তন করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে, তারা মুরতাদ ও কাফির। এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

প্রশ্ন- ৪৭: কুরআনের প্রতি ঈমান তো রাখে কিন্তু হাদীসকে শরিআতের দলীল হিসাবে যারা মানে না তাদের হুকুম কী?

উত্তর- ৪৭: যে বা যারা শুধুমাত্র কুরআনকেই ইসলামের মানদণ্ড মনে করে, ইসলামের হুকুম ও আহকামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট মনে করে এবং হাদীসকে শরিআতের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে না, তারা কাফির।

আল্লাহ তাআলা বলেন: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"হে নবী আপনি বলুন, "আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করো। যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ তাআলা এমন কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না (আলে ইমরান- ৩২)। অত্র আয়াতে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য যারা করে না তাদেরকে কাফির বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো [সূরা হাশর- ৭]। বোঝা গেল রসূল আমাদেরকে যা কিছু বলেছেন বা যা কিছু করেছেন বা যা কিছু তিনি মৌনভাবে সম্মতি দিয়েছেন সেগুলিকে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং যে বা যারা রসূলের হাদীসকে অস্বীকার করে তারা ছলেবলে আল্লাহরই হুকুমকে অস্বীকার করে। বিধায় তারা কাফির।

প্রশ্ন- ৪৮: কবরের আযাবকে অস্বীকারকারীর বিধান কী?

উত্তর- ৪৮: যারা কবরের আযাবকে অস্বীকার করে, তারা নিঃসন্দেহে কাফির। কারণ কবরের আযাবকে অস্বীকার করার অর্থ হল কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করা।

কবরের আযাব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: সকাল ও সন্ধ্যা তাদেরকে আগুনের উপর নিক্ষেপ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন ফেরেশতাদেরকে হুকুম দেওয়া হবে: أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ তোমরা ফেরাউনীদেরকে জাহান্নামের কঠিনতর শাস্তিতে প্রবিষ্ট করো (সূরা মু'মিন- ৪৬)। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বলাতে দুআ করতেন। তিনি বলতেন: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাইছি কবরের আযাব থেকে ...... (সহীহুল বুখারী-৮৩২)।

প্রশ্ন- ৪৯: আখেরাতকে যারা অস্বীকার করে তাদের হুকুম কী?

উত্তর- ৪৯: যারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুই জীবনের শেষ পরিণতি। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করাও হবে না এবং মৃত্যুর পর পার্থিব কর্মের হিসাবও দিতে হবে না। বিধায় আখেরাত তথা কবর, জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর, মীযান ইত্যাদি বলে কিছু নেই। নিঃসন্দেহে তারাও কাফির। কারণ তারা কুরআনে বর্ণিত আখেরাত সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং উক্ত বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলিকেও অস্বীকার করে। বলাবাহুল্য তারা আল্লাহ তাআলা ও তার রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে অস্বীকার করে। এভাবে তারা ঈমানের ছয়টি রুকনের মধ্যে একটি রুকনকে অস্বীকার করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30)

কাফিররা বলে, "পার্থিব জীবনই শেষ জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না। যদি তুমি দেখতে সেই দৃশ্য, যখন তাদেরকে তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, "এটা (পুনরুত্থান ও শাস্তি) কি সত্য নয়?" তারা বলবে, " আমাদের রবের কসম! নিশ্চয় এটি সত্য" তিনি বলবেন, "তোমাদের কুফরী কর্মকাণ্ডের জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ করতে থাকো।" [সূরা আলআনআম- ২৯-৩০]

প্রশ্ন- ৫০: যারা নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে, তাদের হুকুম কী?

উত্তর- ৫০: নিজের প্রবৃত্তির বা খেয়ালখুশির অনুসরণ করতে গিয়ে যদি কুরআনের কোনো আয়াত বা আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করা হয় অথবা কুরআনের কোনো আয়াত বা রসূলের হাদীসের সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফির ও মুশরিক। [বিস্তারিত জানতে দেখুন: আলইসলাম সওয়াল ও জওয়াব, সাওয়াল নং-২৮৫৮৬৭]।

আল্লাহ তাআলা বলেন: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

আমি আপনার জন্য শরিআতের একটি তারীক্বা নির্ধারণ করে দিলাম। সুতরাং আপনি সেই তারীক্বারই অনুসরণ করুন আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। যারা জানে না তারা আল্লাহর মোকাবিলায় আপনার কিছুই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

নিশ্চয় যালিমরা একে অপরের বন্ধু। আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের অভিভাবক [সূরা জাসিয়াহ: ১৮-১৯, আরো দেখুন-২৫/৪৩, ৪৭/১৬]। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আয়াতে প্রবৃত্তির অনুসারীদেরকে যালিম বলা হয়েছে।

প্রশ্ন- ৫১: কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত নন বা মানুষ নন, বরং তিনি অন্য কোনো সৃষ্টি, তার হুকুম কী?

উত্তর- ৫১: যদি কেউ এই মর্মে বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মানব প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত নন। বরং তিনি নূরের সৃষ্টি। নিশ্চয় এমন আকীদা বা বিশ্বাস পোষণ করা কুরআন ও সহীহ হাদীসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বা অস্বীকার করার নামান্তর। যে ব্যক্তি কুরআন আয়াত ও হাদীসটি অস্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে কাফির। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

হে নবী আপনি বলে দিন, " আমি তোমাদেরই মতই একজন মানুষ। আমার নিকটে অহী করা হয় যে, নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ। সুতরাং যে তার রবের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে সে যেন সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার রবের ইবাদতের সঙ্গে কাউকে শরীক না করে [সূরা কাহাফ-১১০]।"

আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন:

وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কিবলামুখী হলেন এবং দুটি সৌহ সাজদা করলেন। অতঃপর সালাম ফেরালেন। তারপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: স্বলাতের বিষয়ে কিছু আদেশ হলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বলতাম। নিশ্চয় আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই যেমন তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং যদি আমি ভুলে যাই, আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও (সহীহুল বুখারী-৪০১)।

প্রশ্ন- ৫২: ক) কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গায়েবের খবর জানেন, তার হুকুম কী?

উত্তর- ৫২: ক) কেউ যদি এই মর্মে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যে সমস্ত গায়েবের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন সেগুলি ছাড়াও অন্যান্য সমস্ত গায়েবের খবর তিনি রাখেন বা জানেন, তাহলে নিশ্চয় সে ব্যক্তি কুরআন ও সহীহ হাদীসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং অস্বীকার করল। আর যে ব্যক্তি কুরআন ও সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করবে সে নিশ্চয় কাফির।

আল্লাহ তাআলা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আদেশ করেন: قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ

হে নবী আপনি বলুন, "আমি তোমাদেরকে বলছি না যে, আল্লাহর ধন ভাণ্ডার আমার নিকটে রয়েছে, আমি বলছি না যে, আমি গায়েব জানি এবং আমি এটাও বলছি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমার নিকটে যা অহী করা হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করি।.....[আন‘আম: ৫০]।

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

হে নবী! আপনি বলুন, "আমি আমার নিজের উপকার ও অপকারের মালিক নই তবে আল্লাহ যা চান তা স্বতন্ত্র বিষয়। আমি যদি গায়েব জানতাম, তাহলে প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমার কোনো প্রকার ক্ষতি হত না। আমি তো কেবলই একজন সতর্ককারী ও শুভসংবাদদাতা মুমিনদের জন্য।” [আ‘রাফ- ১৮৮]

আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন:

قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ

গায়েবের চাবি পাঁচটি। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ তা জানে না।.............(সহীহুল বুখারী- ৪৬৯৭)। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

যে তোমাকে বলবে যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম গায়েব জানেন। সে মিথ্যা বলবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েব জানেন না (সহীহুল বুখারী- ৭৩৪০)। প্রকাশ থাকে যে, যারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, গণক ও জ্যোতিষিরাও গায়েবের রাখে, তারাও কাফির।

প্রশ্ন- ৫২: খ) আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কি জীবিত আছেন, না তিনিও মৃত্যুবরণ করেছেন?

উত্তর- ৫২: খ) আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি জীবিত নেই। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ

মুহাম্মাদ (স্বঃ) কেবলই একজন রসূল। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল অতিবাহিত হয়েছেন যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে? [সূরা আলে ইমরান-১৪৪]

তিনি বলেন : إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ এবং নিশ্চয় আপনি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। (সূরা যুমার-৩০)

আবু বাকার সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

যারা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইবাদত করতে তারা শোনো, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মৃত্যু বরণ করেছেন। যারা আল্লাহর ইবাদত করতে তারা শোনো, নিশ্চয় আল্লাহ জীবিত, তিনি কখনও মৃত্যু বরণ করবেন না.............(সহীহুল বুখারী- ৩৬৬৮)।

বলাবাহুল্য যদি কেউ আক্বীদা বা বিশ্বাস রাখে যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেননি। তিনি চিরজীবী। সে নিশ্চয় মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে আল্লাহর সমকক্ষ ও শরীক মনোনীত করল। বিধায় সে মুশরিক। কারণ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই চিরজীবী [বাক্বারা-২৫৫, ফুরক্বান-৫৮] এবং তাঁর কেউ সমকক্ষ নেই [ইখলাস- ৪]।

প্রশ্ন- ৫৩: ফেরেশতাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে কি মানুষ কাফির হয়ে যায়?

উত্তর- ৫৩: নিশ্চয় যারা ফেরেশতাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং ফেরেশতাদের অস্তিত্বকে অলীক কল্পনা মনে করে, তারাও কাফির। কেননা ফেরেশতাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার অর্থ হল কুরআন ও সহীহ্ হাদীসকে অস্বীকার করা এবং ঈমানের ছয়টি রুকনের মধ্যে একটি রুকনকে অস্বীকার করা। সর্বোপরি কুরআন ও রসূলকেই অস্বীকার করার নামান্তর। কারণ কুরআন তো জিবরীল আলাইহিস সালামের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং ফেরেশতার অস্তিত্বকে অস্বীকার অর্থ হল কুরআনের সত্যতাকে বাতিল হিসাবে ঘোষণা করা আর কুরআন বাতিলের অর্থ হল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রিসালাতও বাতিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন: **نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193)** কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন রূহুল আমীন অর্থাৎ জিবরীল আলাইহিস সালাম [সূরা শুয়ারা-১৯৩]।

الشرك الأصغر

শির্কে আসগার বা লঘু শির্ক

প্রশ্ন-৫৪: শির্কে আসগার বা ছোটো শির্ক বলতে কী বোঝায়?

উত্তর-৫৪: রিয়া তথা লোক দেখানো আমলকে বলা হয় শির্কে আসগার বা ছোটো শির্ক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

"সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকেই শরীক না করে।" [সূরা কাহাফ: ১১০]। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ.

"আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সব চাইতে বেশী আশঙ্কা করছি তা হচ্ছে শির্কে আসগার: তথা রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো আমল (হাদীসটি সহীহ্, ইহা রেওয়ায়ত করেছেন মুসনাদ আহমদ- ২৩৬৩০)।"

যখন কোনো লোক বলেঃ আল্লাহ্ তা'আলা এবং অমুক লোক যদি এর মধ্যে না থাকতেন কিংবা যদি বলে, আল্লাহ্ তা'আলা এবং অমুক ব্যক্তি যা চান অর্থাৎ এইভাবে কথা বলে আল্লাহর সঙ্গে কেউ যদি কোনো মানুষকে জড়িত করে তবে এই জড়িত করার কাজটিও হবে শির্কে আসগার বা ছোটো শির্ক। [আমাদের দেশে অনেক অসহায় ব্যক্তি কোনো শক্তি সম্পন্ন মানুষের নিকট কোনো বিষয়ে সাহায্য চাইতে গিয়ে প্রায়শঃ বলে ফেলে, আগে আল্লাহ্ পাছে আপনিঃ এই ধরণের কথা বলাও শির্কে আসগার বা ছোটো শির্কের পর্যায়ভুক্ত হবে]।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ-

"তোমরা একথা বলো না যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা চান এবং অমুক ব্যক্তি যা চায় (তাই হবে),' বরং বলবে, "আল্লাহ্ তা'আলা যা চান অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার ঐ চাওয়ার অনুরূপ অমুক যা চান (আবু দাউদ- ৪৯৮০)।"

প্রশ্ন-৫৫: আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত (অন্য কারও) কিংবা অন্য কোনো কিছুর কসম করা কি জায়েয?

উত্তর-৫৫: না, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কারোর কিংবা অন্য কিছুর নামে কসম করা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ

"বল! হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! তোমাদেরকে নিশ্চয় পুনরুত্থিত করা হবে।" [সূরা তাগাবুনঃ ৭]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করল, সে শির্ক করে বসল (আবু দাউদ- ৩২৫১)।"

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেনঃ

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"যদি কোনো ব্যক্তিকে শপথ নিতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহর শপথ নেয় অথবা সে যেন চুপ থাকে (বুখারী- ২৬৭৯)।"

ওয়াসীলা এবং শাফা'আত কামনা

প্রশ্ন- ৫৬: আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য আমরা কিসের ওয়াসীলা গ্রহণ করব?

উত্তর- ৫৬: এই প্রশ্নের জওয়াব লাভের পূর্বে জানা প্রয়োজন যে, ওয়াসীলা হচ্ছে তিন প্রকার: ক: বৈধ ওয়াসীলা, খ: নিষিদ্ধ ওয়াসীলা এবং গ: বিদ'আতী ওয়াসীলা।

ক. বৈধ ওয়াসীলা: বৈধ ওয়াসীলা যা আমাদের সকলেরই কাম্য তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র নামসমূহের, তাঁর গুণাবলীর এবং নেক আমলের ওয়াসীলা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ

"আর উত্তম নামগুলোই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার, সুতরাং তোমরা সেই সব নামেই তাঁকে আহ্বান করবে।" [সূরা আ'রাফ: ১৮০]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ.

"হে মু'মিন সমাজ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় ও সমীহ করে চলবে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করতে থাকবে।" [সূরা মায়েদা: ৩৫]

ইবনে কাসীর কাতাদা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আল্লাহ্র আনুগত্য বরণ এবং তাঁর সন্তোষজনক 'আমল দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। রসুলুল্লাহ্ স্বপ্নল্ল হূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"(হে আল্লাহ্ তা'আলা!) আমি তোমার যত নাম আছে তার প্রত্যেকটির মাধ্যমে তোমার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি (মিশকাতুল মাসাবীহ্- ২৪৫২)।"

"সেই সাহাবী যিনি জান্নাতে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচর্যের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন, তাকে তিনি এই উপদেশ দিয়েছিলেন, তুমি তোমার মনোবাসনা পূরণের জন্য অধিক সিজদা অর্থাৎ অত্যধিক নামাযকে মাধ্যমরুপে গ্রহণ করবে (মুসলিম- ৯৮১)।"

যেমন (অতীতের) আসহাবুল গা-র অর্থাৎ গুহাবাসীদের ঘটনা। যারা বিপদে পড়ে তাদের সৎ আমলের ওয়াসীলা গ্রহণ করেছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সেই সৎ 'আমলের ওয়াসিলায় বিপদ মুক্ত করেছিলেন (বুখারী- ২২৭২)।

খ. নিষিদ্ধ ওয়াসীলা: নিষিদ্ধ ওয়াসীলা হচ্ছে, কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তিদেরকে (সম্বোধন করে) ডাকা এবং প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাদের নিকটে কিছু চাওয়া যা বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে শির্কে আকবার বা বড় শির্ক, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ.

"এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তুমি অন্য কাউকেই ডাকবে না। যা তোমার না করে কোনো উপকার, না করে কোনো অপকার। যদি তুমি এরূপ করে বস (অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডেকে ফেল) তাহলে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" [সূরা ইউনুস: ১০৬]

(এখানে অত্যাচারী অর্থ: মুশরিক)

গ. বিদ'আতী ওয়াসীলা: আর এক ধরনের ওয়াসীলা হতে পারে, সেটা হচ্ছে রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান ও মর্যাদার ওয়াসীলা যেমন কোনো ব্যক্তি যদি বলে:

"হে আমার রব! মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান ও মর্যাদার ওয়াসিলায় আমাকে নিরাময় দান কর।"

এই ধরনের ওয়াসীলা করা বিদ'আত। কেননা সাহাবাগণ কখনো এরূপ করেননি। ফলতঃ উমর (রাযিঃ) রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালের পর তাঁর ওয়াসিলায় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেননি, বরং তিনি তাঁর জীবিত চাচা আব্বাস (রাঃ) এর ওয়াসিলায় (ইস্তিস্কার তথা পানি বর্ষণের) দু'আ করেছিলেন। এই ধরণের ওয়াসীলা ধরা কোনো কোনো সময় শির্কের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন বান্দা যদি মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমীর (শাসনকর্তা), হাকিম (বিচারক) প্রমুখের ন্যায় মানুষের মধ্যস্থতার মুখাপেক্ষী, কেননা এর দ্বারা প্রার্থনাকারী মাখলূক (সৃষ্টি) এবং খালিক (স্রষ্টা) এর মধ্যে সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

প্রশ্ন- ৫৭: (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) দু'আ করতে বা তাঁকে ডাকতে কোনো মানুষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর- ৫৭: না, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করতে কিংবা তাঁকে ডাকতে কোন মানুষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেছেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ

"যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে (হে নবী!) আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি তো নিকটেই আছি। আহ্বানকারী যখন আমাকে (সরাসরি) আহ্বান করে, তখন আমি তার সেই আহ্বানে সাড়া দিই।" [সূরা বাকারা: ১৮৬]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ.

"তোমরা তো ডাকছো এমন এক মহান সত্তাকে যিনি শ্রবণকারী এবং নিকটে অবস্থানকারী, তিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। [তিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন অর্থ স্বীয় ইলমের মাধ্যমে]- (বুখারী- ৪২০২)।"

(তাঁর জ্ঞান সর্বত্র প্রসারিত যেখানে যা কিছু ঘটছে, যে কোনো আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে সবই তিনি জানছেন ও শুনতে পাচ্ছেন।)

প্রশ্ন- ৫৮: জীবিত ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে দু'আ প্রার্থনা করা কি জায়েয?

উত্তর- ৫৮: জীবিত ব্যক্তিদের নিকট দু'আ প্রার্থনা করা জায়েয, মৃতদের নিকট নয়।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর জীবিত অবস্থায় সম্বোধন করে বলেছেন:

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

"(হে রসূল!) আপনি আপনার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং মু'মিন নর ও মু'মিন নারীদের জন্যও (ক্ষমা প্রার্থনা করুন)" [সূরা মুহাম্মাদ: ১৯]

তিরমিযীর সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "এক অন্ধ ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, (ইয়া রসূলুল্লাহ্!) আমাকে মাফ করার জন্য আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করুন (তিরমিযী- ৩৫৭৮)।"

প্রশ্ন- ৫৯: মাধ্যমরুপে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্রত (Mission) কী?

উত্তর- ৫৯: মাধ্যমরুপে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্রত (Mission) হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, তাঁর আদেশ, নিষেধ প্রভৃতি পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে নিজেই বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ

"আপনার রবের নিকট থেকে আপনার প্রতি (ওয়াহীরূপে) যা অবতীর্ণ করা হয়, আপনি তা (মানুষের নিকট) পৌঁছে দিন।" [সূরা মায়িদা : ৬৭]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিদায় হজ্জে অগণিত সাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

"হে আমার সহচরবৃন্দ! আমি কি আমার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও রিসালাতের আমানত তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি? জবাবে তখন সাহাবাগণ বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উহা যথার্থরূপে পৌঁছে দিয়েছেন (আপনার ব্রত পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করেছেন), তখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন:

اللَّهُمَّ اشْهَدْ .

"হে আল্লাহ্ তা'আলা! আপনি সাক্ষী থাকুন, ৩ বার (বুখারী- ১৭৪১)।"

প্রশ্ন- ৬০: আমরা কার নিকট রসূলুল্লাহ্ স্বপ্নল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আত কামনা করব?

উত্তর- ৬০: আমরা রসূলুল্লাহ্ স্বপ্নল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আত কামনা করব আল্লাহ্ তা'আলা জাল্লা জালালুহুর নিকটে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًاۖ

"বলুন (হে নবী!) সকল প্রকার শাফা'আতের একমাত্র মালিকানা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট।" [সূরা যুমার: ৪৪]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাহাবীকে তাঁর শাফা'আত লাভের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন এইভাবে (নিম্নোক্ত দু'আ) বলতে:

اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ.

"হে আল্লাহ্ তা'আলা! আপনি তাঁকে (মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) আমার জন্য শাফা'আতকারী করে দিন (তিরমিযী- ৩৫৭৮)।"

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন:

إِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا

"আমি আমার দু'আকে সংরক্ষণ করে রেখেছি আমার উম্মতের মধ্যে তাদের জন্য যারা কোনো প্রকার শির্কের মহাপাপাচারে লিপ্ত না হয়ে (খাঁটি মুওয়াহহিদ রূপে) মৃত্যুবরণ করেছে এবং করবে (মুসলিম- ৩৮২)।"

প্রশ্ন- ৬১: আমরা কি জীবিত লোকদের নিকট শাফা'আত বা সুপারিশ চাইতে পারি?

উত্তর- ৬১: জীবিত লোকদের নিকট আমরা পার্থিব ব্যাপারে শাফা'আত বা সুপারিশ কামনা করতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ

"যে ব্যক্তি কোনো ভাল কাজের জন্য সুপারিশ জানায় তাতে তার (পুণ্যের) অংশ থাকে, আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ জানায় তাতে তার (পাপের) অংশ থাকে।" [সূরাতুন্ নিসা: ৮৫] (কিফলুন মিনহা'র অর্থ সে পাপের অংশ)

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন:

اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا

"উপযুক্ত পাত্রের জন্য সুপারিশ করে পুণ্য হাসিল কর।" (আবু দাউদ- ৫১৩২, বুখারী- ১৪৩২)

প্রশ্ন- ৬২: রসূলুল্লাহ্ স্বপ্নল্লাহ্, আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করতে গিয়ে আমরা কি অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করতে পারি?

উত্তর- ৬২: না, আমরা তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করতে পারি না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ

"আপনি (হে রসূল) সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী বা প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ই একমাত্র ইলাহ্।" [সূরা কাহাফ: ১১০]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

"তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করোনা, যেরূপ নাসারাগণ (খৃষ্টানগণ) ঈসা ইবনে মারয়্যামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল।

আমি নিশ্চয়ই একজন বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল বলেই অভিহিত করবে (বুখারী- ৩৪৪৫)।"

[ইত্বরা শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা]

জিহাদ, পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সহযোগিতা এবং বিচার ফায়সালা

প্রশ্ন- ৬৩: আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ এর শরয়ী বিধান কী?

উত্তর- ৬৩: অর্থ দিয়ে, জীবন দিয়ে এবং রসনা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। আর এটাই হচ্ছে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন:

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

"তোমরা। হে মু'মিনগণ! লঘু উপকরণ নিয়ে এবং ভারী উপকরণ নিয়ে সকলে (গৃহ হতে) নির্গত হও এবং নিজেদের ধন দিয়ে ও প্রাণ উৎসর্গ করে আল্লাহ্ তা'আলার পথে সংগ্রাম করে চলো।" [সূরা তওবা: ৪১]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.

"তোমরা তোমাদের মাল দিয়ে, প্রাণ উৎসর্গ করে এবং রসনার মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালিত কর (আবু দাউদ- ২৫০৪)।"

প্রশ্ন- ৬৪: আল্ ওয়ালা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর- ৬৪: আল ওয়ালা হচ্ছে (আন্তরিক) ভালবাসা ও (সক্রিয়) সাহায্য সহযোগিতা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ

"আর মু'মিন পুরুষগণ ও মু'মিনা নারীগণ পরস্পর পরস্পরের (প্রভুত) হিতকামী বন্ধু।" [সূরা তওবা: ৭১]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"এক মু'মিনের সাথে অপর মু'মিনের সম্পর্ক হচ্ছে ইমারত সদৃশ তার একটি অপরটিকে (সংযুক্ত করে) শক্তি সম্পন্ন করে (এবং ইমারতটিকে সুদৃঢ়রূপে গড়ে তুলে (মুসলিম- ৬৪৭৯)।"

প্রশ্ন- ৬৫: কাফেরদের সঙ্গে (আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন এবং তাদের (সক্রিয়) সাহায্য সহযোগিতা করা কি জায়েয?

উত্তর- ৬৫: কাফেরদের সঙ্গে (আন্তরিক) বন্ধুত্ব স্থাপন এবং তাদের (সক্রিয়) সাহায্য সহযোগিতা করা জায়েয নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের (ইয়াহূদ, নাসারা ও কাফেরদের) কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিশ্চয় সে হয়ে যায় তাদেরই অন্তর্ভুক্ত একজন।" [সূরা মায়িদা: ৫১] রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ-

"অমুক গোত্রের (কাফের) লোকেরা আমার বন্ধু নয় (মুসনাদে আহমাদ- ১৭৮০৪)।"

প্রশ্ন- ৬৬: ওলী কাকে বলে?

উত্তর- ৬৬: আল্লাহভীরু (সংযত জীবন যাপনকারী) মু'মিনই হচ্ছে ওলী। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.

"দেখো! যারা আল্লাহ্ তা'আলার ওলী, তাদের কোনোই আশঙ্কা নেই, আর তারা কখনই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। (এরা সেই সব ব্যক্তি) যারা ঈমান এনেছে এবং সদা-সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে সংযত জীবন যাপন করে আসছে।" [সূরা ইউনুস: ৬২]।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ-

"নিশ্চয় আমার অলী হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা এবং নেককার মু'মিনগণ।" (মুসনাদে আহমাদ- ১৭৮০৪)

প্রশ্ন- ৬৭: মুসলিমরা কিসের মাধ্যমে (কোনো প্রশ্নের, কোনো বিষয়ের, কোনো মামলার, কোনো সমস্যার) চূড়ান্ত ফয়সালা করবে?

উত্তর- ৬৭: মুসলিমরা (কোনো প্রশ্নের) মীমাংসা, (কোনো বিষয়ে) সিদ্ধান্ত গ্রহণ, (কোনো মামলার) বিচার, (কোনো সমস্যার) সমাধান ও (সর্ব বিষয়ে) চূড়ান্ত ফয়সালা করবে আল কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসের মাধ্যমে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ-

"এবং আপনি (হে রসূল!) তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবেন (হুকুম জারী করবেন, শাসন পরিচালনা করবেন) সেই বিধান অনুসারে যা আল্লাহ্ তা'আলা (অহীরূপে) নাযিল করেছেন।" [সূরা মায়িদা: ৪৯]

আর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ-

"(হে আল্লাহ্ তা'আলা!) তুমি অদৃশ্য ও দৃশ্য (গুপ্ত ও প্রকাশিত) সমুদয় বিষয়েই পূর্ণ পরিজ্ঞাতা, তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে (সকল বিষয়ের চূড়ান্ত) ফয়সালা করে থাক (মুসলিম- ১৬৯৬)।"

কুরআন ও হাদীসের উপর 'আমল

প্রশ্ন- ৬৮: আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদ কেন, কী উদ্দেশ্যে নাযিল করেছেন?

উত্তর- ৬৮: আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদ নাযিল করেছেন তাকে কার্যে রূপদান তথা 'আমলের মাধ্যমে তার বিধি-বিধান, হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করার জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

"(হে মানব সমাজ!) তোমরা অনুসরণ করে চলো সেই কিতাবের যা তোমাদের রবের নিকট থেকে (কুরআন রূপে) নাযিল করা হলো।" [সূরা আরাফ: ৩]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ وَاعْمَلُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ-

"তোমরা কুরআন পড়ো, সে অনুযায়ী 'আমল করো, কুরআনকে অবহেলা করো না, এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না। এর দ্বারা উদরপূর্তি করো না এবং ধনসম্পদ বৃদ্ধি করো না (সহীহ্ জামে' স্বগীর- ১১৬৮)।"

প্রশ্ন- ৬৯: সহীহ্ হাদীসের উপর আমল করা কি অপরিহার্য?

উত্তর- ৬৯: সহীহ্ হাদীসের উপর 'আমল করা ওয়াজিব।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا-

"আর রসূল (মুহাম্মাদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা তোমাদেরকে (আদেশ রূপে) প্রদান করেন, তা তোমরা গ্রহণ কর অর্থাৎ সেই মোতাবেক তোমরা কাজ কর, আর যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" [সূরা হাশর: ৭]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র উম্মতকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

"তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং (আমার) হেদায়াতধন্য খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করে চলবে, তোমরা এই সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে (ইবনে মাজাহ্- ৪২)।"

প্রশ্ন- ৭০: কুরআন থাকা সত্ত্বেও আমরা কি হাদীসের মুখাপেক্ষী? কুরআনই কি আমলের জন্য যথেষ্ট নয়?

উত্তর- ৭০: না, আমলের জন্য কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে হাদীসের প্রয়োজন আছে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলে দিয়েছেন:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ-

"আমি (হে রসূল!) আপনার নিকট যিকর (কুরআন) নাযিল করেছি এজন্য যে, আপনি তার ব্যাখ্যা লোকদেরকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দিবেন যাদের উদ্দেশ্যে তা নাযিল করা হয়েছে, (এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিজে আমল করে দেখিয়ে দিবেন)।" [সূরা নাহল: ৪৪]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ-

"জেনে রাখো। আমাকে দেওয়া হয়েছে কুরআন এবং তার সঙ্গে অনুরূপ আর একটি বস্তু যা হচ্ছে আমার সুন্নাত (আবু দাউদ- ৪৬০৪)।"

প্রশ্ন- ৭১: আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের কথার উপর অন্য কারোর কথাকে কি আমরা স্থান দিতে পারি?

উত্তর- ৭১: না, আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের কথার উপর আমরা আর কারোর কথাকে স্থান দিতে পারি না।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই বিষয়ে নিষেধ বাণী উচ্চারণ করেছেন এইভাবে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ

"হে মু'মিন সমাজ! আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের সম্মুখে কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না।" [সূরা হুজুরাত: ১]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ-

"সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করে কোনো সৃষ্ট বস্তু তথা কোনো মানুষেরই হুকুম মানা ও আনুগত্য করা চলবে না (সহীহুল জামি'- ৭৫২০, মিশকাত- ৩৬৯৬)।"

সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর সমসাময়িক কতক লোককে লক্ষ্য করে বলেছেন:

يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ-

"আমার আশঙ্কা হচ্ছে তোমাদের উপর আকাশ থেকে (না জানি) পাথর বর্ষিত হয়! আমি তোমাদেরকে বলছি যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এ কথা) বলেছেন আর তোমরা বলছ, আবু বকর এবং ওমর এ কথা বলেছেন (আযযিয়াউল লামি' মিন সহীহুল কুতুবিস সিত্তাহ্- ১/৩৭)।"

প্রশ্ন- ৭২: যখন আমাদের মধ্যে (কোনো বিষয়ে) মতবিরোধ দেখা দিবে, তখন আমরা কী করব?

উত্তর- ৭২: তখন আমরা কিতাব (আল-কুরআন) এবং সুন্নাতে সহীহাহ্ তথা সহীহ হাদীসের দিকে ফিরে আসবো।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

"তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতৈক্য ঘটলে তা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত করবে যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাস কর এটাই উত্তম ও ব্যাখ্যা হিসাবে প্রকৃষ্ট।" [সূরা আন নিসা: ৫৯]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا-

"তোমরা আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে মেনে চলবে এবং তার উপর সুদৃঢ় থাকবে (আবু দাউদ- ৪৬০৭)।"

প্রশ্ন- ৭৩: আমরা কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে এবং তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসবো?

উত্তর- ৭৩: আমরা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূলকে ভালোবাসবো তাঁদের আনুগত্য বরণ এবং তাঁদের নির্দেশসমূহ পালনের মাধ্যমে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"(হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করে চল, তবেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহ্খাতা মাফ করে দিবেন, আর আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন পরম ক্ষমাশীল, কৃপানিধান।" [সূরা আলে ইমরান: ৩১]

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

"তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা (মাতা), সন্তান-সন্ততি এবং অন্য সমস্ত লোকের থেকে প্রিয়তর না হবো।" (বুখারী- ১৫)

প্রশ্ন- ৭৪: আমরা কি আমল ছেড়ে দিয়ে তাক্বদীরের উপর ভরসা করে বসে থাকবো?

উত্তর- ৭৪: না, আমরা (কোনো অবস্থাতেই) আমল ছাড়তে পারি না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ-

"অতএব যে ব্যক্তি দান করে ও সংযমী হয়ে চলে এবং সরল-সুন্দর পথকে সত্য বলে স্বীকার করে সেই (সরল-সুন্দর) পথকে তার জন্য সহজ (লভ্য) করে দিব।" [সূরা আল্ লাইল: ৫-৭]।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اِعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ-

"তোমরা আমল কর; যে কারণে (মানুষকে) সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সব কিছুই সহজ করে দেয়া হয়েছে (বুখারী- ৪৯৪৯)।"

সুন্নাত ও বিদ'আত

প্রশ্ন-৭৫: দ্বীনের মধ্যে বিদ'আতে হাসানাহ্ বলে কিছু আছে কি?

উত্তর-৭৫: দ্বীনের মধ্যে বিদআতে হাসানাহ্ বলে কিছু নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ

"আজ এই দিনে (বিদায় হজ্জের সময় আরাফার দিবসে) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে মুকাম্মাল (পূর্ণ/পরিণত) করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন রূপে মনোনীত করে দিলাম।" [সূরা মায়িদা: ৩]

[এ ছিল বিদায় হজ্জের সময়ে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত সর্বশেষ প্রত্যাদিষ্ট বাণী-তথা কুরআনের সর্বশেষ প্রাপ্ত ওয়াহী]

আর এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে:

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ-

"এবং সমস্ত বিদ'আতই হচ্ছে গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতার পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম (নাসায়ী- ১৫৭৮)।"

প্রশ্ন- ৭৬: দ্বীনের ভিতর বিদ'আত বলতে কী বোঝায়?

উত্তর- ৭৬: দ্বীনের ভিতর বিদ'আত হচ্ছে: দ্বীনের বিষয়ে কমবেশী করা অর্থাৎ শরীয়তে যা নির্ধারণ রয়েছে, তার বাইরে অতিরিক্ত কিছু করা অথবা তার চাইতে কম করা।

মুশরিকগণ দ্বীনের মধ্যে যে বিদ'আত তথা নব নব অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছিল আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে কুরআন মাজীদে বলেছেন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

"এদের কি এমন কতক দেবতা রয়েছে যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দেননি?" [সূরা শূরা: ২১]

অর্থাৎ প্রকৃত কথা এই যে, তারা নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসারে আল্লাহ্ তা'আলার কতগুলি শরীক কল্পনা করে নিয়েছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন সব বিধান রচনা ও অনুষ্ঠান আবিষ্কার করে নিয়েছে যার আদেশ বা অনুমতি আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করেননি।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ-

"আমাদের এই শরীয়তে যে ব্যক্তি এমন কিছুর নব উদ্ভব ঘটায় যা তার ভিতর নেই তা পরিত্যাজ্য (বুখারী- ২৬৯৭)।"

[মূলে রাদ্দুন শব্দ রয়েছে যার অর্থ বাতিল]

প্রশ্ন-৭৭: ইসলামে 'সুন্নাতে হাসানাহ্' বলে কোনো পরিভাষা আছে কি?

উত্তর- ৭৭: হ্যাঁ, ইসলামে 'সুন্নাতে হাসানাহ্' পরিভাষার অস্তিত্ব রয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَن يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ-

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো সুন্নাতে হাসানাহ্ তথা উত্তম সুন্নাত চালু করবে, সে ব্যক্তি লাভ করবে প্রকৃত সেই উত্তম কাজের পারিতোষিক এবং তারপর যত লোক তার উপর আমল করবে তাদের সকলের (মিলিত) পারিতোষিকও (সে লাভ করবে) অথচ পরবর্তী আমলকারীদের প্রতিদান বিন্দু মাত্র কমানো হবে না (মুসলিম- ২২৪১)।"

প্রশ্ন- ৭৮: মুসলিমরা কখন বিজয় অর্জন করবে?

উত্তর- ৭৮: মুসলিমরা তখন বিজয় অর্জন করবে যখন তারা তাদের রবের কিতাব আল্ কুরআন এবং তাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে তাদের সামগ্রিক জীবনে (ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে) বাস্তবায়িত করবে, যখন তারা নিজেদেরকে তাওহীদের প্রচারে নিয়োজিত করবে, যখন তারা শির্কের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করতে থাকবে এবং তাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে তাদের সামর্থ্য অনুসারে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ "হে মু'মিন সমাজ! যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে (তাঁর মনোনীত দ্বীনের প্রতিষ্ঠার কাজে) সহায়তা কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সহায়তা করবেন, এবং দৃঢ়পদ রাখবেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদের ঐ মহৎ প্রচেষ্টায় অবিচল ও অটল করে রাখবেন।" [সূরা মুহাম্মাদ: ৭]।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا "তোমাদের মধ্যে যারা (অন্তর দিয়ে) ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে চলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে অবশ্যই খলীফা বানিয়ে দেবেন (কর্তৃত্বের অধিকারী করবেন)। যেমন তিনি খলীফা বানিয়েছিলেন (কর্তৃত্বের অধিকারী করেছিলেন) তাদের পূর্ববর্তী মু'মিন সমাজকে এবং তিনি যে দ্বীনকে তাদের জন্য মনোনীত করে দিয়েছেন তিনি তাদের কল্যাণার্থে সেই দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন আর তাদের ভয়-ভীতিকে তিনি অবশ্যই নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দিবেন। তারা ইবাদত করতে থাকবে আমার, অন্য কাউকেই আমার সঙ্গে শরীক করবে না, এরপর যারা কুফরী করবে সীমালজ্ঘনকারী তো তারাই।" [সূরা আন নূর: ৫৫]

আল্লাহ্ ﷻ বলেন: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ

"তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করা।" [সূরাতুল আনফাল: ৬০]। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ "শুনে রাখো, শক্তি হচ্ছে তীর নিক্ষেপ করা (২ বার)- (মুসলিম- ৪৮৪০)।"

আমীরের আনুগত্য

সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে বর্ণিত 'উলুল আমরে মিনকুম' বা আমীরের আনুগত্য করার অর্থ হল আমীরুল মুমিনীন বা মুসলিম জাহানের নেতা অথবা ইমামের আনুগত্য করা। অবশ্য এই আনুগত্যের জন্য শর্ত হল আমীর বা ইমামকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রদর্শিত পথে চলতে হবে এবং অনুসরণকারীদেরকেও পরিচালনা করতে হবে। আমীর যদি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য না করেন, তাহলে তাঁর আনুগত্য করা যাবে না। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন : আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য করা যাবে না, আনুগত্য করা যাবে কেবল নেকী কাজে (সহীহুল বুখারী- ৭২৫৭)। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একজন আনসার স্বাহাবীকে আমীর মনোনীত করেছিলেন এবং লোকজনকে সেই আমীরের আনুগত্য করার নির্দেশও দিয়েছিলেন। কোনো আমীর রাগান্বিত হন এবং বলেন : নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর আমীর বললেন : তোমার আমার জন্য জ্বালানী কাঠ একত্রিত করো। তাঁরা কাঠ একত্রিত করলেন। আমীর নির্দেশ দিলেন : আগুন লাগাও। তাঁরা কাঠে আগুন লাগিয়ে দিলেন। আমীর বললেন : তোমরা আগুনে ঝাপ দাও। তাঁরা আগুনে ঝাপ দেওয়ার সংকল্প করলেন কিন্তু কিছু লোক কিছু লোককে বাধা দিল। তাঁরা বলল : আমরা আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে চলে গেলাম। এভাবে ইতস্তত করতে করতে আগুন নিভে গেল এবং আমীরের রাগ প্রশমিত হল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন : যদি তাঁরা আগুনে ঝাঁপ দিত, তাহলে তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত আগুন থেকে বেরোতে পারতেন না (সহীহুল বুখারী-৪৩৪০)।

দু‘আয়ে মুস্তাজাব

যে দু‘আ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন, যে আহ্বানে তিনি সাড়া দেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“যে কোনো (আল্লাহ্ তা‘আলার বান্দা তার চিন্তাক্লিষ্ট ও উদ্বেগ-বিচলিত অবস্থায় (নিম্নের) এই দু‘আটি (অন্তর দিয়ে) পাঠ করে, আল্লাহ্ তা‘আলা তার মানসিক চিন্তা ও উদ্বেগ অপসারিত করে তার হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দেন: দু‘আটি এই—

اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذِهَابَ هَمِّي.

(দু‘আটির বাংলা অনুবাদ হচ্ছে:)

“হে আল্লাহ্ তা‘আলা আমি তোমারই বান্দা (অথবা বান্দী), তোমারই এক বান্দা ও এক বান্দীর পুত্র (অথবা কন্যা)। আমার কপাল (ভাগ্য) তোমারই হস্তে ন্যস্ত, আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর করো, আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি তোমার সেই সমস্ত নামের, যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ অথবা তোমার কিতাবে নাযিল (উল্লেখ) করেছ, অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাউকে সে নাম তুমি শিখিয়ে দিয়েছ অথবা স্বীয় ইলমে গায়েবের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছ-এই সব নামের প্রত্যেকটির দ্বারা তোমার নিকট এই কাতর প্রার্থনা জানাই যে, তুমি মহান কুরআন মজীদকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা ভাবনার অপসারণকারী এবং আমার উদ্বেগ উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী (হাদীসটি সহীহ্, সহীহ্ ইবনু হিব্বান- ৯৭২, সিলসিলা সহীহাহ্- ১৯৯)।”

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ইবনু মাজাহ্- ৩৮০৩)

[সমাপ্ত]